Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান

তত্ত্বাবধায়নে :

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম

জমা দিয়েছেন :

মো : তাসনিম হোসেন

রোল : ২১৬০১২১০৬

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ার এ বসে নামায আদায়ের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো : তাসনিম হোসেন

রোল : ২১৬০১২১০৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: তাসনিম হোসেন, আইডিঃ ২১৬০১২১০৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

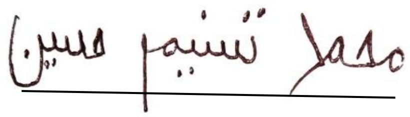
ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

মো : তাসনিম হোসেন

আইডিঃ ২১৬০১২১০৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

নাহমাদুহু নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আস-আবিহি আজমাইন, আম্মাবাদ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

সূচিপত্র

কুরআনুল কারীমে নামাযের গুরুত্ব :

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম। দ্বীন ও শরীয়তের মূল উৎস। আসমানী শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রধান স্তম্ভ। আমাদের সবার কর্তব্য, প্রতিদিন অল্প অল্প করে হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা ও হেদায়েত দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা।

আমরা যদি এ আলোকগ্রন্থ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করি, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাব, ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বিভিন্নভাবে নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বিচিত্ররূপে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন। এখানে আমরা কিছু দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

নামাযের আদেশ :

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।-সূরা বাকারা (২) : ৪৩

অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا

شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।-সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।

অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।-সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।-সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।

নবীজীকে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।–সূরা হূদ (১১) : ১১৪

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহয় এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি এখানে নামাযের আদেশ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, পুণ্য পাপকে দূর করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় নামায খুব মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং এর দ্বারা গোনাহ মাফ হবে।

নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।-সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হাঁ, নামাযের

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

কুরআন হুকুম-আহকাম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুংলিঙ্গের সম্বোধন করে। দ্বিমত নেই যে, পুরুষের মত মহিলারাও এসব আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। কুরআনে এক স্থানে নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশও রয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে।-সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২-৩৩

নামাযের আদেশ সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারা ১১০, সূরা আনআম ৭২, সূরা নূর ৫৬, সূরা রূম ৩১, সূরা মুজাদালা ১৩

আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি

গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ :

কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ.-এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ
وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।-সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৩

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল। তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই

জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন।

দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ বলতে শুরু করলেন-

اِنِّیْ عَبْدُ اللهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ
وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا.

আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।-সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩০-৩৩

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন। আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর নূর। কাছে আসার পর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন-

اِنِّیۡٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی ۝ اِنَّنِیۡٓ اَنَا اللهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ.

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।-সূরা ত্বহা (২০) : ১২-১৪

আয়াতের শৈলী থেকে বোঝা যায়, এখানেই মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওত দান করা হয়। তো নবুওতের সূচনাতেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইবাদত। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। হাঁ, নামায আগাগোড়া আল্লাহর যিকির এবং এতে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। এটা নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। নামায ছাড়া অন্য কোনো বিধান এমন নেই, যা আদ্যোপান্ত আল্লাহর যিকির এবং যেখানে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। শুধু তাই নয়; নামাযে রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার যিকির- দাঁড়িয়ে যিকির, বসে যিকির, মাথা ঝুঁকিয়ে যিকির, মাটিতে লুটিয়ে যিকির। আল্লাহর বড়ত্বের যিকির, গৌরবের যিকির, পবিত্রতার যিকির, হামদ ও ছানার যিকির, প্রার্থনা ও নিবেদনের যিকির।

আমাদের উচিত যিকিরপূর্ণ এ ইবাদতটি মহব্বত ও মনোযোগের সাথে আদায় করা; অলসতা ও উদাসীনতার সাথে নয়। যিকিরের সঙ্গে কি উদাসীনতা মানায়?

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰی وَاَخِیْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُیُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ.

আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ি কর এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থান বানাও এবং নামায কায়েম কর আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।

-সূরা ইউনুস (১০):৮৭

এখান থেকে জানা গেল, মূসা আ. ও হারূন আ.-সহ তাঁদের গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল। আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিকূলতা দূর হবে।

কতিপয় তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে মূসা আ. ও হারূন আ.-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা তখনকার কথা যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং ইবাদতখানায় নামায আদায়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তখন তাদেরকে নামায তরক না করে ঘরেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের উপর যখন নামাযের বিধান ছিল তো তাঁদের উম্মতেরা অবশ্যই এর আওতাভুক্ত ছিল। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নামাযের বিধান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۚ وَقَالَ اللهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর এর পরও তোমাদের মধ্যে যে কুফর অবলম্বন করবে, নিশ্চয় সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।-সূরা মায়েদা (৫) : ১২

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাযের বিধান ছিল। সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, নামাযসহ উপরিউক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহর সঙ্গ লাভ হবে। গোনাহ মাফ করা হবে এবং জান্নাত দান করা হবে।

বনী ইসরাঈলকে নামাযের আদেশ করা সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারা ৮৩; সূরা বাইয়িনা ৫

নামায মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :-

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ.

তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।-সূরা মায়েদা (৫) : ৫৫

এখানে মুমিনদের বন্ধু কারা এ প্রসঙ্গে কেবল তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে : ক. আল্লাহ। খ. রাসূল। গ. মুমিনগণ। তারপর এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ আরো বলেন-

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

ত্ব-সীন। এ কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।-সূরা নামল (২৭) : ১-৩

এ আয়াতেও মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে নামাযের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম

করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।-সূরা আনফাল (৮) : ২-৪

এখানে সত্যিকার মুমিনদের গুণাবলি কী তা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা গেল সত্যিকার মুমিন হতে হলে নামায আদায় করতে হবে। নামায ছাড়া সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।-সূরা মুমিনুন (২৩) : ১-১১

আয়াতে সফল মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা তাদের নামাযে বিনীত (خٰشِعُوْنَ)।

এ শব্দটি خُشُوْع থেকে নির্গত। خُشُوْع শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনয়। কখনো ভয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এ বিষয়গুলো কাছাকাছি।

خُشُوْع কুরআনে একাধিক স্থানে অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সফল মুমিন তারা, যারা নামাযে পরিপূর্ণরূপে বিনীত, আন্তরিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও। তাদের বিনয় অন্তর-জগৎকে ছাড়িয়ে দেহ-জগৎকে প্লাবিত করে। তাদের বিনয় ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে বহিরঙ্গকে আলোকিত করে।

বিনয় মানে কী আমরা সবাই জানি- নিজেকে ছোট মনে করা। তো বিনয়ের সঙ্গে নামায পড়ার অর্থ হল নিজেকে ছোট, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী মনে করে আর আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নিজের বন্দেগী নিবেদন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য দেহমনের উপস্থিতির বিকল্প নেই।

এই খুশূ-ই হচ্ছে নামাযের রূহ। আসলে খুশূ মুমিনের সবসময়কার অবস্থা। এখানে বিশেষভাবে নামাযের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, নামায হচ্ছে খুশূর প্রকাশের সর্বোত্তম জায়গা।

সফল মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হল তারা তাদের নামাযমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। এই যত্নের মধ্যে সময়মত নামায পড়া, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিয়মনীতি, হক ও আদবসমূহ লক্ষ করে নামায পড়া সবই শামিল।

অপর সূরায় আল্লাহ নামাযীদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآىِٕمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآىِٕمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓىِٕكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ .

যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে। এবং যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।-সূরা মাআরিজ (৭০) : ২৩-৩৫

এখান থেকে আমরা প্রকৃত নামাযীর পরিচয় জানতে পারলাম। প্রকৃত নামাযী হচ্ছে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি বিরাজমান থাকে, যেগুলোর শীর্ষে রয়েছে নিয়মিত নামায পড়া এবং যত্নের সাথে নামায পড়া।

সূরা মুমিনুনে উল্লেখিত সফল মুমিনের সাতটি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সম্পর্কিত। এমনিভাবে সূরা মাআরিজে উল্লেখিত নামাযীর নয়টি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সংক্রান্ত এবং উভয় সূরায় গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং শেষও হয়েছে নামায দিয়েই। এ থেকে অনুমেয়, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমানের সাথে এর কী গভীর সম্পর্ক!

হাদিস শারীফে নামাযের ফযিলত :

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر.

কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজের হিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমপি ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজ পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাজের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিরমিজি, সহীহ হাদিস-
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ونجاة وبرهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي ابن خل .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে (নামাজ) তার জন্য নূর, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে না তার কোনো নূর, দলীল ও

নাজাতের ব্যবস্থা হবে না। সে কেয়ামতের দিন কারুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। —মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮

উলামায়ে কেরাম বলেন,
ধন সম্পদের কারণে যারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলো তাদের হাশর হবে কারুনের সাথে। নেতৃত্ব ও রাজনীতির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে ফেরাউনের সাথে।

চাকরি বাকরির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে হামানের সাথে। ব্যবসা বাণিজ্যর কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে উবাই ইবনে খালফের সাথে।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত ফরমান আসমান থেকে হযরত জিবরাইল আ.কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর নামাজ এমন এক মহান ইবাদাত, যা আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান নাই বরং আল্লাহর রাসূল সাহিবে মিরাজ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে সাত আসমানের উপর তুলে নিয়ে সেখানে নামাজ ফরজ করেছেন। রোজা ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। যাকাত ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। অন্যান্য বিধান নাযিল হয়েছে ফেরেশতার মাধ্যমে আর নামাজের বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني فرضت علي أمتك خمسَ صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ...ابن ماجة

নামাজ ফরজ করার পর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। ‘ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলাম। আর আমি ওয়াদা দিলাম, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না তার জন্যে আমার কোনো ওয়াদা নেই। (ইবনে মাজাহ ৪৩০)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ارءيتم لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرّآت هل يبقى من درنه شيء قال لا يبقى من درنه قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا

তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সবাই বললো না, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত | এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের জন্যে অযু করে তাহলে সে অযুর বিনিময়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোনাহ ক্ষমা করতে থাকেন।

إذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خَطِيئَةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب ”

যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা অযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়।

যখন সে তার দুহাত ধৌত করে,তখন তার দুহাত দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে তা ওযুর পানির সাথে অথবা শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিজি)।

وعن أبي ذر أن النبي ﷺ خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ...رَوَاهُ أَحْمَد

আবু যর রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের মৌসুমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। হযরত আবু যর রাযি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সলাতে আদায় করে,তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (আহমদ, সহীহ)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির দশম বছরে তাঁর মানসিক ও দৈহিক কষ্ট চরমে পৌঁছে যায়।ওই সময় দুনিয়াতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও

সমর্থনকারী চাচা আবু তালিব ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এ বছরকে শোকের বছর হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সেই সঙ্গে তায়েফের হৃদয় বিদারক ঘটনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ব্যথিত করে তুলেছিল।

বলা যায় ব্যথিত হৃদয়কে মহান আল্লাহ্ অসীম মমতা দিয়ে প্রিয় হাবীবকে তাঁর সৃষ্টি রহস্য অবলোকন করিয়ে সান্তনা দিয়েছিলেন,

যা মিরাজ নামে পরিচিত।পবিত্র কোরআনে সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ্ সে ভ্রমণকে বর্ণনা করেছেন এভাবে, "পবিত্র ও মহামহিম তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বস্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।

পূর্ববর্তী নবীরা যে সব বিষয় সম্পর্কে তাঁদের উম্মতদের বলেছিলেন যেমন আল্লাহ্ সম্পর্কে, আরশ-কুরসি, বেহেশত-দোজখ, নেক-বদ আমলের শাস্তি ও প্রতিদান ইত্যাদি। যা তাঁরা মহান আল্লাহ্র কাছ থেকে জ্ঞাত হয়েছিলেন ওহীর মাধ্যমে।

ওহী অকাট্য সত্য। আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ মস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্কার সুদৃঢ়, চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করার নিমিত্তে তাঁর অপার সৃষ্টি রহস্য চাক্ষুস দেখাবার জন্য এই পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন।

নামায ফরয হওয়ার ইতিহাস :

মিরাজ শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা সোপান যা দ্বারা ঊর্ধ্বে আরোহণ করাকে বোঝায়। যার দু'টি ভাগ রয়েছে। একটি অংশকে ইসরা বলা হয় যার অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। যা মহান আল্লাহ্ তাঁর অসীম কুদরতের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় হাবীবকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে সপ্ত আকাশ, মহান আরশ, বরজখি জগত, লওহে মাহফুজ, বায়তুল মা'মুর, হাউজে কাউসার, সিদরাতুল মুনতাহা, আরশ কুরসিসহ বহু রকমের অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়েছিলেন।অধিকাংশের মতে ২৬শে রজব দিবাগত রাতে এ ঐতিহাসিক ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। ওই রাতে আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে হাতিমে কা'বায় উপনীত হন যখন তিনি ভাঙ্গা ঘুমে ভারাক্রান্ত ছিলেন। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জমজম কুপের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি মহানবীর বক্ষ বিদারণ করে তাঁর দিল বা হৃদপিণ্ডকে একটি স্বর্ণ পাত্রে (যেটি সত্যিকার জ্ঞান বর্ধক ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল) নিয়ে জমজমের পানি দ্বারা ধুয়ে পুনঃস্থাপন করা হয়। অতঃপর খচ্চর হতে একটু ছোট গাধা হতে একটু বড় সাদা রঙের একটি বাহন উপস্থিত করা হয় যা স্বর্গীয় যান "বোরাক" নামে অভিহিত যার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায়। অর্থাৎ অতি দ্রুত গতি সম্পন্ন। এবং তাতে আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চড়িয়ে জিবরাঈল (আ.) প্রথমে নিয়ে যান খেজুর গাছ ভরা এক প্রান্তরে। সেখানে আল্লাহ্র হাবীব দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন এবং তাঁকে জানানো হয় যেখানে আপনি নামাজ পড়লেন সে জায়গার নাম হচ্ছে ইয়াসরিব যা আপনার হিজরতের স্থান। অর্থাৎ আজকের মদিনা শরীফ। এর পর আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল লাহাম বা বেথলেহেম যেখানে হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম হয় সেখানে দু'রাকাত নামাজ পড়েন। এভাবে

ভ্রমণের এক পর্যায়ে সফরসঙ্গী হযরত জিবরাঈলসহ (আ.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হন বাইতুল মুকাদ্দাসে। সেখানে মসজিদুল আকসার সামনে বোরাক বেঁধে রেখে তিনি তাতে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি পূর্ববর্তী সব নবী-রাসুলকে দেখতে পান এবং জাহান্নামের রক্ষী ফেরেশতা মালেককেও উপস্থিত দেখতে পান। আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমাম হয়ে সেখানে উপস্থিত সবাইকেসহ দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন। আর ঈমামতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র হাবীবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়। ভ্রমণের এই অংশটুকু ইসরা নামে পরিচিত যা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।বায়তুল মুকাদ্দাসের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আল্লাহ্‌র নবী ঊর্ধ্বপথে রওনা হয়ে প্রথম আসমানের "বাবুল হাফায়া" নামক দরজায় এসে পৌঁছান। সেখানে দাররক্ষী ইসমাইল ফেরেশতার সঙ্গে কথপকথনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রথম আসমানে পৌঁছে আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর দেখা পান তিনি। আদম (আ.) সেখানে মহানবীকে খোশ আমদেদ জানান এবং 'সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহহিয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর সঙ্গে দেখা হয়, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.), চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আ.), পঞ্চম আসমানে হারুন (আ.), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আ.) এর দেখা হলে তাঁদের সবার সঙ্গে সালাম বিনিময় হয় এবং সবাই আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুযোগ্য ভাই ও নবী বলে খোশ আমদেদ জানান। ষষ্ঠ আসমান ত্যাগের সময় মুসা (আ.) কেঁদেছিলেন। তাঁকে এই কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন আমার বেহেশতি উম্মতের চাইতে এই নবীর বেহেশতি উম্মতের সংখ্যা বেশি হবে অথচ তিনি বয়সের দিক দিয়ে যুবক ও দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন আমার পরে। সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সঙ্গে বংশের আদি পিতা হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানে তিনি ও তাঁকে

খোশ আমদেদ জানান এবং সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।অতঃপর আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মোনতাহার কাছে পৌঁছালেন যা মূলতঃ একটি প্রকাণ্ড কুল গাছ। যার এক একটি কুল বড় মটকার মতো এবং এক একটি পাতা হাতির কানের মতো। সেখানে তিনি চারটি প্রবাহিত নদী দেখতে পেলেন। যার দু'টি বাইরের দিকে ও দু'টি ভেতরের দিকে প্রবাহিত। জিবরাঈল (আ.) বললেন, ভেতরের দু'টি জান্নাতের সালসাবিল ও কাওসার নামক নদী আর বাইরের দু'টি ভূ-পৃষ্ঠের নীল নদ (মিসর) ও ফোরাত (ইরাক) নদী। অতঃপর বায়তুল মা'মুর পরিদর্শন করানো হলো যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদতের সুযোগ পান। যারা কেয়ামত পর্যন্ত কেউ আর দ্বিতীয়বার এবাদতের সুযোগ প্রাপ্ত হন না। অতঃপর আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টিগত স্বভাবের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা প্রকাশ করে দেখানোর উদ্দেশে তাঁর সামনে তিনটি পাত্র উপস্থিত করা হয়, যার একটিতে ছিল মদ, একটিতে দুধ আর একটিতে মধু ছিল। আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলেন। তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন দুধ সত্য ও খাঁটি স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ। সুতরাং আপনি দুধের পাত্র গ্রহণ করে এটাই প্রমাণ করেছেন যে আপনি সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন আপনার উসিলায় আপনার উম্মতও এর ওপর থাকবে।এরপর আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরিয়তের পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার বিধান নিয়ে মুসা (আ.) নিকটবর্তী পথ অতিক্রম করার সময় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো বিশেষ আদেশ লাভ করেছেন কি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। তখন মুসা (আ.) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে না। আমি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং বনি ঈসরাইলকেও

বিশেষভাবে পরীক্ষা করেছি আপনি মহান আল্লাহ্‌র কাছে আপনার উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও সহজ করার জন্য আবেদন করুন। এভাবে কয়েকবার আসা যাওয়া করার পর যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত হলো তখন হযরত মুসা (আ.) এর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আবারও বললেন আপনার উম্মত এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেরও পাবন্দি করতে পারবে না। আমি মানুষের স্বভাব অনেক দেখেছি ও বনি ঈসরাইলকেও অনেক দেখেছি। আপনি নামাজ আরও কম করার আবেদন জানান। তখন আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাকে (আ.) বললেন আল্লাহ্‌র দরবারে বার বার আসা যাওয়া করেছি,এখন আবার যেতে লজ্জা বোধ হচ্ছে, তাই আর যাবো না বরং পাঁচ ওয়াক্তের ওপর সন্তুষ্ট রইলাম এবং তা বরণ করে নিলাম। তখন মহান আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো-“বান্দাদের প্রাপ্য সওয়াবের দিক দিয়ে আমার নির্ধারিত সংখ্যা পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাবে। আমার পক্ষে আমার বাক্য অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত কিন্তু সওয়াবের ক্ষেত্রে পাঁচই পঞ্চাশ বলে পরিগণিত হবে। এটিই হলো আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার দিন।এভাবে মহান আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর সৃষ্টির রহস্যের সাগরে অবগাহন করিয়ে তাঁর প্রতাপ ও শান দেখিয়ে মহাসম্মানে সম্মানিত করেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মক্কার কাছে জি’তুয়া নামক স্থানে অবতরণ করেন। এভাবেই মি’রাজ সম্পন্ন হয়(বুখারি, হাদিস: ৩৮৮৭; মুসলিম, হাদিস: ১৬২, ১৬৪)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভ্রমণ সাধারণের ধারণার বাইরে। তাই যখন তিনি ভ্রমণ বৃত্তান্ত কাবা শরীফে গিয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে বলেন তখন মক্কার কাফেররা নানা রকম বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন করতে থাকেন। সব প্রশ্নের

উত্তর ও কাফেরদের সন্দেহের অবসান আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রমাণ করতে সমর্থ হন এবং পরবর্তীকালে অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকেও মি'রাজ শরীফের প্রমাণ পাওয়া যায়। মক্কার লোকেরা অবিশ্বাস করে যখন এই কথা হযরত আবু বকরকে (রা.) বলেন, তখন এক বাক্যে উত্তর দেন যদি আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই এ কথা বলে থাকেন তবে তা অবশ্যই ঠিক বলেছেন এবং তাঁর এই কথার প্রতি আমি দ্বিধাহীন চিত্তে ঈমান আনছি। যখন মি'রাজের ঘটনা বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা সত্য হিসেবে সাধারণের কাছে প্রমাণিত হয় সেই জের ধরেই হযরত আবু বকর (রা.) সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হন।

আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অতঃপর বান্দাকে তার সাধ্যমত ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। তিনি বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*।

শরী'আতের বিধানসমূহ বান্দাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে কষ্টে না ফেলে তিনি এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করতে চান। তিনি বলেন,

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কোন কষ্টের মধ্যে ফেলতে চান না। বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। তিনি আরো

বলেন, يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা তিনি চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا 'তোমরা দ্বীনকে সহজ কর, কঠিন কর না। তাদেরকে সুসংবাদ দাও এবং (দ্বীনকে কঠিনভাবে উপস্থাপন করে তাদেরকে) তাড়িয়ে দিয়ো না(*বুখারী হা/৬৯; মুসলিম হা/১৭৩৪)*। রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দু'টি জিনিস উপস্থাপন করা হ'লে তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন।[*বুখারী হা/৩৫৬০; মিশকাত হা/৫৮১৭*।]

ইসলামে সবচে বড় ইবাদত এবং ঈমানের পর সবচে বড় ফরয হচ্ছে নামায। কুরআন-সুন্নাহয় নামায আদায়ের নির্দেশ বারবার أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ও يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ এসব বাণীর মাধ্যমে এসেছে। আর সালাত কায়েম করার অর্থ হল নামাযের ফারায়েয ও আরকান, ওয়াজিবাত ও সুনান, আদাব ও মুস্তাহাব্বাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হয়ে নামায আদায় করা।

মানুষের জীবন-মরণ সুস্থতা-অসুস্থতা সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতে। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত হলো, জীবন চলার পথে সে যখন যে অবস্থা র সম্মুখীন হবে, সর্বাবস্থা য় সে তাঁরই বিধান জানবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হবে। কেননা, শরী'আত শারীরিক অবস্থা র সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে অসুস্তা ও অপারগতার সময় তার উপর অর্পিত বিধান কখনো শিথিল করেছে, কখনো অবস্থা র ভিত্তিতে তার সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অনেকে শরী'আতের সঠিক বিধান না জানার কারণে কখনো শিথিলতা গ্রহণে সীমালঙ্ঘন করে থাকে। এমনকি অনেকে বলে বসে যে, "ওযরের কোনো মাসআলা নেই" বরং মা'যুর ব্যক্তি শর'য়ী হুকুমের আওতামুক্ত। আবার কখনো সহজ বিধানকে কঠিন করে ফেলে, ফলে শরী'আতের বিভিন্ন বিধান হয়ে ওঠে প্রশ্নবিদ্ধ। অথচ, ইসলামী শরী'আহ্ একটি

পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন জীবন বিধান। এতে নেই কোনো কঠোরতা, নেই কোনো শিথিলতা। তাই শরী'আত অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিষয়ে কতটুকু রুখসাত বা ছাড় দিয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অতীব জরুরী।

নামায আদায়ের তিনটি অবস্থাসমূহ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين
'তোমরা ছালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের হেফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠচিত্তে দাঁড়িয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন সুস্থ মানুষ ফরয ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। কারণ এটি ছালাতের রুকন, যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। বসে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে না। তবে নফল ছালাত বসে আদায় করাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু বসে নফল ছালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব পাবে।[*বুখারী হা/১১১৫; মিশকাত হা/১২৪৯*।]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِىْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ-

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শ (পাইলস) রোগ ছিল। সেজন্য আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, তাতে সক্ষম না হ'লে বসে এবং বসতে সক্ষম না হ'লে শুয়ে ছালাত আদায় করবে'।[*বুখারী হা/১১১৭; মিশকাত হা/১২৪৮*।]

উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে ছালাত আদায়ের তিনটি অবস্থা প্রমাণিত হয়।

১. দাঁড়িয়ে ২. বসে এবং ৩. শুয়ে। অসুস্থ ব্যক্তি বসে বা শুয়ে ছালাত আদায় করলেও দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا 'যখন বান্দা পীড়িত অথবা সফরে থাকে, তখন সে যা আমল করে তাতে সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে অবস্থান করে ইবাদতকারীর ন্যায় ছওয়াব পাবে।[*বুখারী হা/২৯৯৬; আহমাদ হা/১৯৬৯৪; মিশকাত হা/১৫৪৪*।]

ছালাতের ২য় অবস্থা :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا، وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُودِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَطَرَحَ الْعُودَ وَأَخَذَ وِسَادَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهَا عَنْكَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ-
ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর এক অসুস্থ ছাহাবীকে দেখতে গেলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তার কাছে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি কাঠের উপর কপাল রেখে ছালাত আদায় করছেন (কাঠের উপর সিজদা করছেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইশারা করলে তিনি কাঠটি ছুঁড়ে ফেলে একটি বালিশ নিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি বালিশ সরিয়ে দাও এবং সাধ্যমত মাটিতে সিজদা কর। অন্যথায় ইশারা করে ছালাত আদায় কর। আর রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা কিছুটা বেশী নীচু করবে'।
[*মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৮২; ছহীহাহ হা/৩২৩।]* জাবের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

[*বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩৪৮৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/২৮৯৪*।]

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِى مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْه.
উম্মে কায়েস বিনতে মিহছান হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন বার্ধক্যে উপনীত হ’লেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি মুছাল্লায় একটি লাঠি রাখতেন। যার উপর ভর দিয়ে তিনি ছালাত আদায় করতেন।[আবুদাঊদ হা/৯৪৮; ছহীহাহ হা/৩১৯; ইরওয়া হা/৩৮১।] অত্র হাদীছ দ্বারা অসুস্থতার দরুন কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ছালাত আদায়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِس ‘নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যু অবধি তাঁর অধিকাংশ (নফল) ছালাত বসে আদায় করেছেন।[মুসলিম হা/৭৩২; নাসাঈ হা/১৬৫৬।] রাসূল (ছাঃ) একদা ঘোড়া থেকে পড়ে আহত হ’লে ফরয ছালাতও বসে আদায় করেছেন।[বুখারী হা/১১১৪; মুসলিম হা/৪১১; মিশকাত হা/১১৩৯।]রাসূল (ছাঃ) শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লে ফরয ছালাত বসে আদায় করতেন।[নাসাঈ হা/৭৯৭; আহমাদ হা/২৬১৫৬।]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘কোন অসুস্থ ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করলে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর ন্যায় ছওয়াব পাবে’। [আল-মাজমূ‘ ৪/৩১০।]

ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا- ‘বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করবে’। [মুগনী ২/১০৬।]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه- 'মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, ফরয ছালাতে দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করবে
এবং তাকে পুনরায় ছালাত ঘুরিয়ে পড়তে হবে না'। [মাজমূ'৪/৩১০; ছালেহ মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়া ইসলাম ১/৫০০৯]

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন,
وحديث عمران يدلُّ على أنَّه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلِّي قاعدًا ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلِّي على جنبه-

ইমরান (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি [বুখারী হা/১১১৭।] প্রমাণ করে যে, যার ওযর আছে যে, সে দাঁড়াতে সক্ষম নয়, সে বসে ছালাত আদায় করবে। আর যার ওযর থাকার কারণে বসতে সক্ষম নয়, সে শুয়ে ছালাত আদায় করবে'।[নায়লুল আওত্বার ৩/২২৫; ফাতাওয়া ইয়াসআলূনাকা ৮/১৫।]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,
وَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوْعِ أَوْ السُّجُوْدِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ-

'মুসলমানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মুছল্লী যখন ছালাতের কিছু ফরয যেমন কিয়াম (দাঁড়ানো), কিরাআত, রুকূ, সিজদাহ, লজ্জাস্থান আবৃত করা, কিবলামুখী হওয়া ও অন্যান্য বিধান পালনে অপারগ হবে, তখন অক্ষমতার বিষয়সমূহ তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে'।[মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/৪৩৮।]

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা‘দা তথা বৈঠক। আর নামাযের রূহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া। এই হাকীকত ও রূহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা এতে না কিয়ামের ফরয আদায় হয়, না রুকু-সিজদার ফরয; আর না এর মাধ্যমে তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসার হুকুম আদায় হয়। আর নামাযের যে রূহ অর্থাৎ সবিনয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হওয়া তাও এখানে অনুপস্থিত। কারণ চেয়ার সাধারণত আরাম ও মর্যাদার আলামত; তাওয়াজু ও বিনয়ের আলামত নয়।

এজন্য নামায আদায়ের পদ্ধতি হল, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদাব ও মুস্তাহাব্বাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করা।

নামাযে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হল, যমিন বা সমতলে বসা। আর সিজদা, যা মূলত নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া। সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ.

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে : (১) কপাল ও নাক। (২, ৩) দুই হাত। (৪, ৫) দুই হাঁটু। (৬, ৭) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ। সহীহ বুখারী, হাদীস ৮১২

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং আল্লাহ তাআলা এভাবে সিজদা করারই হুকুম প্রদান করেছেন

ওযর ও অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করতে হবে এর তালীমও কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তে রয়েছে। প্রয়োজন হল, ওজরের সময় নামায আদায় করার পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধানের ইলম যথাযথ হাছিল করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। সহজতা, আরামপ্রিয়তা এবং নিছক আন্দাজ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনি এমনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া যে, আমার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছে এমনটি করা কখনই ঠিক নয়। এতে যেভাবে শরীয়তের ব্যাপারে একধরনের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় তেমনি নামাযের মত আযীমুশ শান ইবাদতের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের উদাসীনতাও সাব্যস্ত হয়। ওযরের ক্ষেত্রে শরীয়তের উসূল ও মূলনীতি হল, যে কোনো ওযরের কারণেই কেউ মাযূর সাব্যস্ত হয় না। তাই মামুলী ওযরের কারণে নিজেকে মাযূর মনে করা বৈধ নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হল, যতটুকু ওজর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এমন নয় যে, এক ওজরের কারণে সকল ফরয থেকে ছুট্টি। যেমন, নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ। রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কা'দা (তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসা)-ও মাফ বিষয়টি এমন নয়।

দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারেন না এমন ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতির ব্যাপারে এ হাদীসে মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন

هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنّ الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ إِلّا بِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمّ كَذَلِكَ الْقُعُودُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ثُمّ كَذَلِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْه.

এ হাদীস স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, কিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে কিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি কা'দা (বৈঠক)। তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাযের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোও এমনি। যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে। (আততামহীদ ১/১৩৫)

উপরোক্ত হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণ মাযূর ও অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের যেসব বিধি-বিধান উল্লেখ করেছেন তার আলোকে চেয়ারে বসে নামাযের হুকুম সামনে তুলে ধরা হল।

চেয়ারে বসে নামাযের বিধান :

এক সময় তো এমন ছিলো যে, মসজিদে চেয়ার আনা এবং তাতে বসে নামায পড়ার কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে মসজিদে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীর সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেখে সত্যি হতবাক হতে হয়। তাদের মধ্যে অনেকে তো শরী'আতসম্মত ওযরের কারণেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে। আবার কেউ শরী'আতসম্মত ওযর ছাড়া নিছক আরামের জন্য এরূপ করে থাকেন। এমনকি কতিপয় মুসল্লি রুকু-সিজদার মাধ্যমে মাটিতে বসে নামায আদায়ে সক্ষম, এতদসত্ত্বেও তারা নির্দ্বিধায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করে চলেছেন। আর এসব

অবস্থ মূলত চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান না জানার কারণেই হচ্ছে। তাই উক্ত বিষয়ের শর'য়ী সমাধান নিম্নে আলোচনা করা হলো।

যে ব্যক্তি কিয়াম, রুকু-সিজদা কোনোটাই করতে সক্ষম নয়, সে যদি জমিনে বসে নামায পড়তে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য যেভাবে বসতে সহজ হয় সেভাবেই জমিনে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে (তবে তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসা ভালো)। এধরনের ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছে তবে অনুত্তম। আর রুকু-সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তি যদি এমনটি করে তাহলে তার নামাযই হবে না।

তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি জমিনে বসে থাকতে সক্ষম নয়, অথবা তার জমিনে বসে নামায পড়তে খুব কষ্ট হয়। এমন ব্যক্তিও যদি জমিনে বসে কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে নামায পড়তে সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য সেভাবেই নামায পড়া উত্তম। তবে চেয়ারে বসে নামায পড়ার সুযোগ আছে। কিন্তু ইশারায় নামায আদায় করার জন্যও যথাসম্ভব চেয়ার ব্যবহার না করা উচিত। কেননা, জমিনে বসে নামায আদায় করাই উত্তম ও মাসনূন তরীকা। এর উপরই সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এবং পরবর্তী ফকীহগণের আমল চলে আসছে। খাইরুল কুরূনে চেয়ারে নামায পড়ার কোনো নযীর পাওয়া যায় না। অথচ, সে যুগে মা'যূরও ছিল, চেয়ারও ছিল। তাই ইশারায় নামায আদায় করার ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব চেয়ার ব্যবহার না করা উচিত। সম্ভবত সে কারণেই অসুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে চেয়ার বা উঁচু জায়গায় বসার বিষয়টি আলোচিত হয়নি। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন- عن النبي قال : »يصلي المريض قائما، فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يؤمي برأسه، فإن نالته مشقة سبح«.[1]

“রাসূলুলাহ ﷺ বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি এতে কষ্ট হয় তাহলে বসে নামায পড়বে। যদি এতেও কষ্ট হয় তাহলে শুয়ে মাথার ইশারায় নামায পড়বে। যদি তাতেও কষ্ট হয় তাহলে তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।”[২]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. বলেন-

وكذا إذا عجز عن القعود، وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائط أو وسادة، لا يج زئه إلا كذلك، ولو استلقى لا يج زئه .

“যদি অসুস্থ ব্যক্তি নিজের শক্তিতে বসতে অক্ষম হয়, কিন্তু কোনো কিছুর উপর ঠেস লাগিয়ে অথবা মানুষ, দেয়াল বা বালিশের সাথে হেলান দিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে সেভাবেই নামায পড়তে হবে। যদি শুয়ে পড়ে তাহলে জায়েয হবে না।”[৩]

উল্লিখিত দলীলদ্বয়ে অসুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন পর্যায় ও তার বিধানের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চেয়ার বা কোনো উঁচু স্থানে বসার কথা উল্লেখ হয়নি। অথচ চেয়ার তখনো ছিলো এবং উঁচু কোনো জিনিসের ব্যবস্থ ও ছিলো যা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আরামদায়ক। কিন্তু এ বিষয়টি আলোচনাতেই আসেনি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, অসুস্থ ব্যক্তির জমিনে বসে নামায আদায় করা সম্ভব হলে চেয়ারে না বসা উত্তম।

[١].أورده الهيثمي في »مجمع الزوائد« (٢٨٩٧) وقال: رواه الطبراني في »الأوسط«
وقال: لم يرو عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي، قلت:
ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. قلت: ويشهد له ما عند الدارقطني في »سننه«، كتاب الوتر، باب صلاة المريض عن علي.

[২].আল মু'জামুল আওসাত: ৩/১০৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৩].আল বিনায়া: ২/৬৩৫, মাকতাবা নাঈমিয়া দেওবন্দ; আল বাহরুর রায়েক : ২/১৯৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

দাঁড়াতে অক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির নামায :

দাঁড়াতে অক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির নামায যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু রুকু-সিজদা করতে পারে। তবে লাঠি, দেয়াল বা কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে কিয়ামের পূর্ণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তার জন্য হেলান দিয়েই দাঁড়িয়ে নামায পড়া জরুরী। বসে নামায পড়লে নামায হবে না। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে-

ولو قدر على القيام متكئا الصحيح أنه يصلي قائما متكئا، ولا يجزيه غير ذلك، وكذا لو قدر أن يعتمد على عصا أو على خادم له، فإنه يقوم ويتكئ.

"সহীহ মত হলো, অসুস্থ ব্যক্তি যদি কোনো কিছুতে ঠেস লাগিয়ে অথবা লাঠি বা খাদেমের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে, তাহলে সে সেভাবেই দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। এছাড়া অন্য কোনোভাবে নামায পড়া জায়েয হবে না।"[১]

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা করতে পারে, কিন্তু কেরাতের পূর্ণ সময় লাঠি, দেয়াল বা অন্য কিছুর সাথে হেলান দিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, সে ব্যক্তি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ততক্ষণ দাঁড়িয়েই নামায পড়া ফরয। এমনকি তাকবীরে তাহরীমা বলতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ও যদি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়েই বলতে হবে। তারপর যখন অপারগ হয়ে যাবে তখন বসে পড়বে। এ ধরনের কেউ যদি প্রথম থেকেই জমিনে বসে নামায শুরু করে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। আর এমন কারো জন্য চেয়ার টেবিলে বসেও নামায পড়ার সুযোগ নেই। আল্লামা যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

[১] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৯৬, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

قال الهندواني: إذا قدر على بعض القيام يقوم ذلك، ولو قدر آية أو تكبيرة ثم يقعد، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه.

“আবু জা‘ফর আল হিন্দুওয়ানী রাহ. বলেন, যদি কিছু সময় দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে ততটুকুই দাঁড়াবে। যদিও তা এক আয়াত বা তাকবীর বলা পরিমাণ সময় হোক না কেন। তারপর প্রয়োজনে বসতে পারবে। যদি এমনটি না করে, তাহলে আমি আশঙ্কা করছি যে, তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর এটি সঠিক মত। আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম থেকে এর বিপরীত কোনো মত বর্ণিত নেই।”[২]

দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু সিজদায় অক্ষম ব্যক্তির নামায :

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদা করতে অক্ষম, অথবা রুকু করতে সক্ষম, কিন্তু সিজদা করতে অক্ষম। সে দাঁড়িয়ে বা বসে যেভাবে ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারবে। কিন্তু উত্তম হলো, সে জমিনে বসে নামায আদায় করবে এবং ইশারায় রুকু সিজদা করবে। এমন ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ারও সুযোগ রয়েছে। তবে সেটা সুন্নত পরিপন্থী হওয়ার কারণে মাকরূহ বা অনুত্তম। যেমন- আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে আবু বকর আল কুদুরী রাহ.[৩] বলেন-

فإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، وجاز أن يصلي قاعدا يؤمئ إيماء.

[২] আল বাহরুর রায়েক : ২/১৯৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩] আবুল হুসাইন আল কুদূরী আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জা‘ফর ইবনে হামদান আল বাগদাদী রাহ.। ৩৬২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিকহে হানাফীর অনেক খেদমত করেছেন। আদাবুল কাযী, আত তাজরীদ, আত তাকরীব, আল মুখতাসার ও শরহু মুখতাসারিল কারখী তাঁরই জগত বিখ্যাত রচনা। قال ابن خلكان: انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، وكانحسن العبارة في النظر وسمع الحديث। তিনি ৪২৮ হিজরীর রজব মাসে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। -আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যাঃ

"যদি কেউ দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু রুকু সিজদা করতে অক্ষম, তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক নয়। সে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করতে পারবে।"[৪]

ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

وإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، ويصلي قاعدا يومئ إيماء، لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم، فإذا كان لا يتعقبه السجود لايكون ركنا فيتخير، والأفضل هو الإيماء قاعدا، لأنه أشبه بالسجود.

"যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে রুকু-সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক নয়। বরং সে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করবে। কারণ, কিয়াম নামাযের রোকন হয়েছে তা সিজদায় যাওয়ার মাধ্যম হওয়ার কারণে। কেননা, এতেই সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশ পায়। সুতরাং যে কিয়ামের পর সিজদা থাকবে না সে কিয়ামটা রোকন হবে না। অতএব, সেক্ষেত্রে সে স্বাধীন। তবে উত্তম হলো বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করা। কেননা, সেটা সিজদার সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল।"[৫]

উপরোক্ত বক্তব্যটিই হানাফী ফকীহগণের প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু দলীলের বিচারে অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এ মাসআলায় ফিক্‌হে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী যা ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ. এর মাযহাব। আর সেটিই অন্য তিন ইমাম তথা ইমাম মালেক[৬], ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. প্রমুখের মাযহাব।

[৪] কুদূরী: ৩৩, মাকতাবাতুল আযীয, দেওবন্দ

[৫] হেদায়া : ১/১৬২, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৬] আবু আব্দুল্লাহ মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু আমর ইবনুল হারেস রাহ.। তিনি ৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনার সর্বজনবরেণ্য ইমাম ছিলেন। তাই তাঁকে ইমামু দারিল হিজরাহ বলে সম্বোধন করা হয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'অচিরেই মানুষ ইলম অন্বেষণের জন্য পৃথিবীর দিক-বিদিক ছুটবে। তারা মদীনার আলেম থেকে আর কোন আলেম পাবে না।' হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেন, আমি মনে করি এই হাদীসের মধ্যে বর্ণিত মদীনার আলেম হলেন, ইমাম মালেক রাহ.। ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্ব ও সতর্কতা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তিনি বলেছেন, মদীনায় আহলে ইলমদের বিরাট এক জামাত পেয়েছি কিন্তু আমি তাদের থেকে ইলম গ্রহণ করিনি।

আর তা হলো- যে ব্যক্তি জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম সে যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম সেহেতু সে বসে ইশারায় সিজদা করবে। জমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম ছাড়া যাবে না। কেননা কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয। কিয়াম শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির উপর ফরয নয় যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে না। তাই সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম মাফ হবে না। আল্লামা সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে নুজাইম রাহ.[৭] এ মতটিকেই উত্তম ও যথার্থ বলেছেন। যেমনটি তিনি "আন্ নাহরুল ফায়েকে" উল্লেখ করেছেন-

وهذا أولى من قول بعضهم: »صلى قاعدا«؛ إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا.

"এবং এটি অর্থাৎ রুকু-সিজদার জন্য বসে ইশারা করবে- এ মতটি তাদের মত থেকে উত্তম, যারা বলেন শুরু থেকেই বসে নামায পড়বে। কেননা, এমন ব্যক্তির জন্য কেরাতের সময় দাঁড়িয়ে কেরাত পড়া ফরয। আর যখন রুকু-সিজদার সময় হবে, তখন বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করবে।"[৮]

আল্লামা আহমদ ইবনে ইসমাইল আত তাহতাবী রাহ. ইবনে নুজাইম রাহ. এর কথার সমর্থন করে "মারাকিল ফালাহ" এর টিকাতে এভাবে বলেছেন-

وفي النهرما يفيد أنه عند العجز عن السجود يفترض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود يقعد ويؤمي بهما.

এ ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো, لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سواهم. لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة، إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به। তিনি ১৭৯ হিজরীর ১৪ই রবিউল আওয়াল মাসে ৮৫ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। -আল ইনতিকা: ৩৬

[৭] সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নুজাইম (ইবনে নুজাইম মিসরী) রাহ.। তিনি ১০০৫ হিজরীর ৬ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবারে ইন্তেকাল করেন। আন নাহরুল ফায়েক, ইজাবাতুস সায়েল ও ইকদুল জাওহার তাঁর অন্যতম রচনা। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ১/৭৯৬

[৮] আন নাহরুল ফায়েক: ১/৩৩৬-৩৩৭, কদীমী কুতুবখানা আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান

"আন-নাহরুল ফায়েক গ্রন্থের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, সিজদায় অপারগ ব্যক্তি কেরাতের সময় দাঁড়িয়ে যাবে এবং রুকু-সিজদার সময় উভয়টার জন্য বসে ইশারা করবে।"[৯] আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. এর আলোচনা থেকে উক্ত মতের সমর্থন বোঝা যায়। তিনি 'ফাতহুল কাদীরে' বলেন-

وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر، بل له ولما فيه نفسه من التعظيم، كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك، حتى يحبه أهل التجبر لذلك، فإذا فات أحد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه. ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا القيام، وجب القعود، مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية، لعدم مسبوقيته بالقيام.

"কিয়ামের বিধানটি শুধু সিজদার মাঝে সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশ করার জন্যই" এমনটি বলা প্রশ্নমুক্ত নয়। বরং দাঁড়ানো থেকে সিজদায় লুটে পড়ার মধ্যে যেমন সম্মান প্রকাশিত হয় তেমনি স্বয়ং দাঁড়ানোর মধ্যেও সম্মান প্রকাশিত হয়। দাঁড়ানোর মধ্যে যে সম্মান আছে, তা সাক্ষীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই তো প্রতাপশালী ব্যক্তিরা সম্মানের জন্য তাদের সামনে দাঁড়ানোকে পছন্দ করে থাকে। সুতরাং এখন যেহেতু সিজদার মধ্যে যে সম্মান ছিল তা ছুটে গেছে, অন্তত কিয়ামের মধ্যে যে সম্মান আছে তা প্রদর্শনের জন্য কিয়ামের বিধানকে ওয়াজিব বলা হবে।

হেদায়া প্রণেতার উপরোক্ত দাবিটি এ মাসআলার দ্বারাও খন্ডিত হয়, যে ব্যক্তি কিয়াম ব্যতীত বসতে ও রুকু-সিজদা করতে সক্ষম তার উপর বসে নামায পড়া ওয়াজিব। সিজদায় যাওয়ার মাঝে সেই সর্বোচ্চ সম্মান নেই, তার পূর্বে [১০] অথচ বসা থেকে কিয়াম না থাকার কারণে।"নিকট অতীত আলিমদের মাঝে আল্লামা যফর আহমদ

[৯] হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ: ৪৩১, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান
[১০] ফাতহুল কাদীর: ২/৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

উসমানী রাহ.[১১] এ মতটিকে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করে, দলীলের দিক থেকে শক্তিশালী বলেছেন। যেমনটি তিনি "ই'লাউস সুনানে" বলেন- الظاهر من حديث عمران (أنه قال : كانت بي بواسير، فسألت رسول الله عن الصلاة؟ فقال : »صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب«. رواه البخاري). أن القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود يجب عليه القيام للقراءة، ويؤمي للركوع والسجود، لما فيه من تعليق الجواز قاعدا بشرط العجز عن القيام، ولا عجز في هذه الصورة، ولأن القيام ركن، فلا يجوز تركه مع القدرة عليه، وبه قال زفر والشافعي رحمهما الله كما في »البدائع«. وهو مذهب أحمد كما في »المغني« قال: لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما في ؤمي بالركوع ثم يجلس فيؤمي بالسجود اهـ. وهو قول مالك رحمه الله كما في »المدونة«. وهذا هو الذي ذكره في »النهر« من كتبنا معشر الحنفية، فقال : يفرض عليه أن يقوم للق راءة، فإذا جاء أوان الرك وع والسجود أومأ قاعدا .

"ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. এর বর্ণিত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম তবে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার উপর রুকু-সিজদার জন্য ইশারা করা এবং কেরাতের জন্য দাঁড়ানো ওয়াজিব। কেননা, হাদীস শরীফে দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার শর্তে বসার বৈধতাকে অনুমোদন করা হয়েছে। অথচ উপরোল্লিখিত সূরতে কোনো অক্ষমতা নেই। আর কিয়াম হলো একটি স্বতন্ত্র রোকন। সুতরাং তা সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দেয়া জায়েয নেই। এমনটি বলেছেন ইমাম যুফার রাহ.ও ইমাম শাফে'য়ী রাহ.। আর এটাই ইমাম আহমদ রাহ. এর মাযহাব, যেমনটি রয়েছে 'আল-

[১১] যফর আহমদ ইবনে লতীফ আল উসমানী আত থানভী রাহ.। দারুল উলূম দেওবন্দের অদূরে অবস্থিত তার বাবার বাড়িতে ১৩১০ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আশরাফ আলী থানভী ও আব্দুল্লাহ গঙ্গুহী রাহ. তাঁর উস্তাযদের অন্যতম। ফারেগ হওয়ার পার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আলিয়াসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। ই'লাউস সুনান তাঁর অনন্য সংকলন। যাহেরী ও বাতেনী ইলমে পরিপূর্ণ এ ব্যক্তিত্ব ১৩৯৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। -ই'লাউস সুনান এর ভূমিকা [৮৮] ই'লাউস সুনানঃ ৭/১৯৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন।

মুগনী’ গ্রন্থে। তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যক্তির জন্য কিয়াম মওকুফ হবে না। তাই সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে এবং ইশারায় রুকু করবে। অতঃপর বসে ইশারায় সিজদা করবে। এটাই ইমাম মালেক রাহ. এর মাযহাব।

এটিকেই ‘আন্ নাহরুল ফায়েক’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এধরনের ব্যক্তির উপর কেরাতের জন্য দাঁড়ানো ফরয অতঃপর রুকু সিজদা বসে ইশারায় আদায় করবে।”[১২] তিনি আরো বলেন-

والأحوط عندي ما ذكره في »النهر« من وجوب القيام عليه للق راءة، وإنما الخلاف في وجوب القيام للإيماء بالركوع والسجود، فالأفضل عندنا الإيماء بهما قاعدا، ولا يجب القيام للإيماء بواحد منهما، وعند الشافعية ومن وافقهم يؤمي للركوع قائما وللسجود قاعدا كما مر. وهذا وإن تفرد صاحب »النهر« بذكره، ولم يوافقه عليه أحد من ناقلي المذهب، ولكنه قوي من حيث الدليل، فإن ظاهر حديث عمران مؤيد له كما لا يخفى .

“সেটিই আমার নিকট অধিক সতর্কতামূলক কথা যা ‘আন্ নাহরুল ফায়েক’ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ ‘কেরাতের জন্য কিয়াম ওয়াজিব’। তবে ইখতেলাফ হলো ইশারার জন্য কিয়াম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের নিকট উত্তম হলো রুকু সিজদা উভয়টার জন্য বসে ইশারা করবে। ইশারার জন্য কিয়াম ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম শাফে‘য়ী[১২], আহমদ ও মালেক রাহ. প্রমুখের নিকট রুকুর জন্য দাঁড়িয়ে ইশারা করবে। আর সিজদার জন্য বসে ইশারা করবে। যদিও উপরোক্ত মতটি একমাত্র “আন্ নাহরুল ফায়েক” গ্রন্থ প্রণেতা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দলীলের বিচারে এটিই

[১২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আবক্কাস ইবনে উসমান ইবনে শাফে আশ শাফে‘য়ী আল কুরাশী আল মক্কী রাহ.। তিনি ইমাম শাফে‘য়ী নামে প্রসিদ্ধ। ১৫০ হিজরীতে আসকালানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ. তাঁর অন্যতম উস্তায। তাঁর দিকে সম্বন্ধ করেই ফিকহে শাফে‘য়ীর নামকরণ
করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মাঝে ইছবাতুন নবুওয়াহ, আহকামুল কুরআন, ইখতিলাফুল হাদীস, কিতাবুল উম ইত্যাদি অন্যতম। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ২/৯

বেশি শক্তিশালী। কেননা, ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি.[১৩] এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ থেকে এ মতটির পক্ষেই সমর্থন পাওয়া যায়।"[১৪] পেছনে উল্লিখিত আবু জা'ফর হিন্দুওয়ানীর বক্তব্য থেকেও এ মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ তাঁর বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারে তাকেও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে। বলাবাহুল্য যে, কোনো ব্যক্তি হয়ত তাকবীরের সময়টুকুই দাঁড়াতে পারে। রুকু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা বরং অসুস্থার কারণে বসতে হয়, তার দাঁড়ানো সেজদায় সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশের মাধ্যম না হলেও তাকে দাঁড়াতে হবে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, দাঁড়ানোকে সেজদায় সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই ফরয করা হয়েছে তা সর্বাবস্থার জন্য নয়। আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.[১৫] দালাইলের আলোকে এই মতটিকে শক্তিশালী বলেছেন। এ উক্তি খন্ডন করেছেন যে, 'শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলে কিয়াম জরুরী থাকে না।' এমনকি তিনি একাধিক দলীল দ্বারা এ কথাও প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয, তা শুধু সিজদার জন্য ফরয

করা হয়েছে এমনটি নয়।(আল্লামা মুফতী তকী উসমানী দা.বা. এর লিখিত চেয়ারে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত প্রবন্ধ থেকে গহীত)

[১৩] ইমরান ইবনে হুসাইন আবু নুযাইদ আল খুযায়ী আল কা'বী রাযি.। ৫২ হিজরীতে তিনি বসরায় ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৬০৭

[১৪] ই'লাউস সুনান: ৭/১৯৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[১৫] মুফতী তকী উসমানী ইবনে মুফতী মুহাম্মদ শফী ইবনে মাওলানা ইয়াসিন দা.বা.। তিনি ১৩৬২ হিজরী সনের ৫ই শাওয়াল ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের শারী'আহ বোর্ডের জাস্টিস ছিলেন। বর্তমানে তিনি দারুল উলূম করাচীর নায়েবে সদর। -ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসাইল: ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট

অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামায জায়েজ হয় না :

অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামায জায়েয হয়ে যায় না এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা, হালকা ব্যথা-বেদনার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন, যারা হাঁটা-চলা, উঠা-বসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাযের সময় তারা মাযূর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন। ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

'দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।'

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হল দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে/সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে/সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা।আর কোন্ প্রকারের অসুস্থতা অক্ষমতা গণ্য হবে কোনটি গণ্য হবে না এবং এর মানদন্ড কী ফকীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে মায়মূন রাহ. বলেন, তার পিতা মায়মূন ইবনে মেহরান রাহ.-কে প্রশ্ন করা হল

مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟

অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদন্ড কী?

উত্তরে তিনি বলেন

إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا.

যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না এ অবস্থায় পৌঁছলে সে বসে নামায পড়তে পারবে। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, বর্ণনা ৪১২৬)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুহীতুল বুরহানীতে আছে

وقال عليه السلام لعمران بن حصين رضي الله عنه حين عاده وهو مريض: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماءً والمعنى في ذلك أن الطاعة بحسب الطاقة. وقوله: فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً بذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

(আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬)

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন

(قوله إذا عجز المريض) المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام، لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩)

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই কিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফকীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন।

শুধুমাত্র মুসলিম অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমতই গ্রহনযোগ্য :

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন

وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩৫১)

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন

(قوله خاف أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق.)

(রদ্দুল মুহতার ২/৯৬)

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাযের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি না এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থকবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী

বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামায শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে নামায সহীহ নাও হতে পারে।

মোটকথা, অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং অসুস্থতার ধরন হিসেবে এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে থাকে। ১. এমন অসুস্থতা, যা সত্তে ও চেয়ারে বসে পড়লে নামায শুদ্ধই হবে না। ২. এমন অসুস্থতা, যার কারণে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে নামায ফাসেদ হবে না। ৩. এমন অসুস্থতা, যার কারণে পুরো নামায চেয়ারে বসে পড়া জায়েয।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায বৈধ নয় :

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।

৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমিনে সিজদাও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহহুদের সুরতে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমিনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমিনে সিজদা করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম ও রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি যমিনে সিজদা না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামায সহীহ হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো

অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে; নতুবা তার নামায সহীহ হবে না।

নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম :

১. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। তার জন্য সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদার সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করে তবে তার নামায সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকুর সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্তে ও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরূহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয। বরং শুরু থেকেই তার যমিনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে না এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথা নিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে

কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্তে ও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব। আর এটাই বাকি তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। যমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং ‘ফাতহুল কাদীর’ খ. ১ পৃ. ৪৬০, ‘আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং ‘ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই ‘কওল’ (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খন্ডন করেছেন যে, ‘শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে

অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।' তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদার জন্য নয়। এমনকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমিনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না। বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ-ও বলেছেন যে, যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম কোনো মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না।

(لأن المسألة من الاجتهاديات، و القول المشهور و إن كان مرجوحا من حيث الدليل و لكنه ليس من الزلات المحضة، فله بعض الأدلة أيضا، مذكور في "مختصر اختلاف العلماء")

৩. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর যমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহহুদ যমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমিনে কা'দা-এর পরিবর্তে চেয়ারে বসা মাকরূহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। সে যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে

সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামায মাকরূহ তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

পুরো নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয :

যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (তাশাহহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

মোদ্দাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসা জায়েয নয়।

চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি :

যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো। আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একেবারেই নাজায়েয। এসব ক্ষেত্রে নামাযই শুদ্ধ হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামায ফাসেদ হয় না, কিন্তু তা মাকরূহ। কেবল একটি ক্ষেত্র এমন, যেখানে চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে নামায আদায়ও হয়ে যায় এবং মাকরূহও হয় না। এই বাস্তবতাটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারের যে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে (এবং দিন দিন যা বেড়েই চলেছে) এটা কেবল এজন্যই যে, মাসআলা জানা না থাকার কারণে এমন অনেক মুসল্লীও নামাযে চেয়ার ব্যবহার করে থাকেন, যাদের জন্য নামাযে চেয়ার ব্যবহার জায়েযই নয়। সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ যদি হিম্মত করে শরয়ী ওযর ব্যতীত নামাযে চেয়ার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং নামাযে চেয়ার ব্যবহারকে শরয়ী রুখসত (শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছাড়) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে মসজিদগুলোতে চেয়ারের এই ভিড় হ্রাস

পাবে ইনশাআল্লাহ। অধিকাংশ মসজিদে চেয়ারের কোনো প্রয়োজনও পড়বে না। আর এমনটিই হওয়া চাই, কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও চেয়ারের অস্তিত্ব ছিল; বরং এরও বহু পূর্ব থেকে ছিল। আর প্রথম থেকেই মাযূর ও অসুস্থ মুসল্লী ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না যে, মসজিদগুলোতে চেয়ার পাতা থাকত। অথবা মাযূর মুসল্লীগণ চেয়ার নিয়ে এসে তাতে নামায আদায় করতেন। মসজিদে চেয়ার পেতে রাখা এবং চেয়ারে নামায আদায় করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ নতুন রেওয়াজ। এটাকে নিরুৎসাহিত করাই কাম্য। আর অনুসৃত পন্থার প্রতি মনোনিবেশ করার মাঝেই রয়েছে কল্যাণ।

যেই কঠিন প্রয়োজনে নামাযে চেয়ার ব্যবহারের সুযোগ বের হয়ে আসে সেক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতিও খেয়াল রাখা চাই যে যদি উঁচু মোড়া, টুল ব্যবহারে কাজ হয়ে যায় তাহলে চেয়ার ব্যবহার করবে না। তেমনিভাবে হাতলবিহীন চেয়ারে যদি কাজ সেরে যায় তাহলে হাতলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।

চেয়ারে বসে টেবিলে সিজদা করার বিধান :

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে অক্ষম, সে দাঁড়িয়ে হোক বা বসে ইশারা করেই সিজদা করবে। সামনে তখতা, টেবিল, বালিশ অথবা অন্য কোনো উঁচু জিনিস রেখে তার উপর সিজদা করবে না। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তা যথারীতি সিজদা বলে গণ্য হবে না। বরং তা ইশারা হিসাবেই ধর্তব্য হবে। অতএব, সেক্ষেত্রে নামায হয়ে গেলেও নিয়ম বহির্ভূত হওয়ার কারণে এমনটি করা উচিত নয়। কারণ, চেয়ারে বসে সামনে টেবিল ইত্যাদির উপর কপাল রাখাকে দুই কারণে সিজদা বলা যায় না।

১. সিজদার জন্য শর্ত হলো উভয় হাঁটু জমিনে রাখা।

২. সিজদার সময় কপালের অংশ কোমরের অংশ থেকে নিচু হওয়া।

কিন্তু চেয়ারে বসে সামনে কোনো কিছুর উপর কপাল রাখলে উল্লিখিত কোনো শর্তই পাওয়া যায় না। তাই সেটা হাকীকী সিজদা তথা নিয়মতান্ত্রিক সিজদা হিসেবে বিবেচিত হবে না। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন-

عاد رسول الله مريضا وأنا معه، فرآه يصلي ويسجد على وسادة، فنهاه وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأوم إيماء، واجعل السجود أخفض من الركوع.[١]

“রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রোগীকে দেখতে গেলেন, আমি তাঁর সাথে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বালিশের উপর সেজদা দিয়ে নামায পড়তে দেখে তা করতে নিষেধ করে বললেন, যদি জমিনে সিজদা করতে পার তাহলে জমিনেই সেজদা কর। অন্যথায় ইশারা করে নামায পড়। তবে সেক্ষেত্রে রুকুর ইশারা থেকে সিজদার ইশারায় বেশি ঝুঁকবে।”[২]

আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লায়ী রাহ.[৩] বলেন-

قال رحمه الله: (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، فإن فعل) أي رفع شيئا يسجد عليه (وهو يخفض رأسه صح) لوجود الإيماء، وقيل: هو سجود، ذكره في »الغاية«، وكان ينبغي أن يقال: لوكان الشيء الموضوع بحال لو سجد عليه الصحيح تجوز، جاز للمريض على أنه سجود، وإن لم يجز للصحيح أن يسجد عليه فهو إيماء، فيجوز للمريض إن لم يقدر على السجود .

“সিজদার জন্য কোনো জিনিস চেহারার দিকে উঁচু করবে না। আর যদি কোনো জিনিস উঁচু করে এবং সেখানে সিজদার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, তাহলে তার নামায

হয়ে যাবে। কেননা এখানে ইশারা পাওয়া গেছে। মোটকথা, সে উঁচুকতৃ বস্তুটা যদি এতটুকু উঁচু হয় যে, একজন সুস্থ মানুষ তাতে সিজদা করলে তা জায়েয হয়ে যায়।

---

[১] أورده الهيثمي في »مجمع الزوائد« (٢٨٩٤) وقال: رواه أبو يعلى والبزار نحوه إلا أنه قال: إن رسول الله عاد مريضا فرآه يصلي-على وسادة ،

ف رمى بها، فأخذ ع ودا يصلي عليه ف رمى به. ورجال البزار رجال الصحيح.

২.মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ: ২/৩৪৭

৩.জামালুদ্দীন ইবনে ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ আয যাইলায়ী আল হানাফী রাহ.। তিনি ৭৬২ হিজরীর ১১ই মুহাররমে ইন্তেকাল করেন। রচনার জগতে 'নাসবুর রায়া' তাঁর অমর কীর্তি। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ২/৫৫৭

তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য এটা সিজদা বলে গণ্য হবে। আর যদি সুস্থ ব্যক্তির জন্য তাতে সিজদা করা জায়েয না, তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তা ইশারা হবে।"[১৬]

কাতারের মাঝে বসে নামাযের বিধান :

জমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী লোকদের কাতারের মাঝে বা ইমামের পিছনে নামায পড়া জায়েয। কিন্তু তাদের জন্য কাতারের কিনারায় নামায পড়া উত্তম, যাতে কাতারের মাঝে চেয়ার রেখে বা জমিনে বসে নামায পড়ার কারণে কাতারে কোনো বক্রতা বা শূণ্যতা দেখা না যায়। হাদীস শরীফে কাতার সোজা রাখা এবং পরস্পর খুব মিলে দাঁড়ানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আবু মাসউদ রাযি. বলেন- كان رسول الله يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: »استووا

---

[১৬] তাবঈনুল হাকায়েক: ১/৪৮৯

ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».

"রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের আগে আমাদের কাঁধে হাত বুলাতেন ও বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও আগপিছ হয়ো না। অন্যথায় তোমাদের মাঝে অন্তর্বিবাদ সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং জ্ঞানী তারা আমার নিকটবর্তী দাঁড়াবে, এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যরা দাঁড়াবে।"[১৭]

তবে কেউ যদি কাতারের মাঝখানে বা ইমামের পিছনে বসে নামায পড়ে, তাহলে কারো এই অধিকার নেই যে, সে উক্ত ব্যক্তিকে কাতারের কিনারায় চলে যাওয়ার হুকুম দেবে।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ সময় লোকেরা জমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তিদের জন্য কাতারের কিনারায় দাঁড়ানো জরুরী মনে করে থাকে, এটি সঠিক নয়।

নামাযের কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি :

শর'য়ী ওযরবশত মসজিদে জামা'আতের সাথে চেয়ারে নামায আদায়ের সময় চেয়ার রাখার পদ্ধতি হলো- চেয়ারের পিছনের পায়া কাতারে দাঁড়ানো মুসল্লীদের পায়ের গোড়ালি বরাবর থাকবে, যেন বসা অবস্থায় মাযূর ব্যক্তির কাঁধ অন্যান্য নামাযীদের কাঁধ বরাবর সোজা হয়ে যায়।

আর যদি কোনো ব্যক্তি পূর্ণ নামায বসে আদায় না করে বরং দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ার কারণে কেরাতের সময় দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার

[১৭] সহীহ মুসলিম: ১/১৮১-১৮২, হাদীস নং-৪৩২

কারণে চেয়ারে বসে রুকু-সিজদা আদায় করে, তাহলে এমতাবস্থায় কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি হলো- চেয়ার এমনভাবে রাখবে যেন চেয়ারের সামনের পায়া কাতারের বরাবর থাকে আর অবশিষ্টাংশ পিছনের দিকে থাকে। যেন দাঁড়ানোর সময় উক্ত মাযূর ব্যক্তির কাঁধ অন্যান্য নামাযীদের কাঁধ বরাবর সোজা হয়ে যায়। বাকী থাকলো তার পিছনের কাতারের সমস্যার কথা। তার সমাধান হলো- মাযূর ব্যক্তিরা কাতারের এক পার্শ্বে একজনের পিছনে আরেকজন বসতে থাকবে, যেন তাদের বসার কারণে অন্যদের সমস্যা না হয়।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান কি খায়রুল কুরুনে ছিলো?

চেয়ার খায়রুল কুরুনে ছিলো, অসুস্থতা ছিলো; কিন্তু চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান খায়রুল কুরুন থেকে অনগত হয়নি। সুতরাং চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না॥ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চেয়ারে বসে নামায পড়া বৈধ-অবৈধ হওয়া সম্পর্কে খায়রুল কুরুনের পরিষ্কার ও অকাট্য কোনো বক্তব্য না থাকলেও এর পক্ষে আমল বিদ্যমান রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবী আবু বারযাহ রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

كان لأبي برزة دكان يجلس عليه ويدلي رجليه ويصلي.

“হযরত আবু বারযাহ রাযি.-এর একটি উঁচু বসার স্থান ছিলো। তিনি সেখানে বসে পা ঝুলিয়ে নামায আদায় করতেন।”[১৮]

[১৮] মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল: ২০৬, ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযী রাহ. এ বর্ণনাটি من يصلي علىدكان مدليا رجليه শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও চেয়ারে বসে নামায পড়ার অন্যতম নযীর হলো বাহনের উপর বসে নামায আদায় করা, যা রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

প্রকৃত পক্ষে এখানে প্রয়োজনীয়তার দিকটাই অধিক বিবেচ্য। আমরা জানি, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই মুফতিয়ানে কেরাম চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজন একটি আপেক্ষিক বিষয়। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত। প্রযুক্তির নিরীক্ষণে আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা রোগ ও তার নিরাময়ক। উন্মোচিত হচ্ছে বিভিন্ন পীড়ার রহস্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তারগণ অনেক রোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চেয়ারে বসতে হবে। নিচে বসলে তার ক্ষতি হবে। বলাবাহুল্য, রোগের কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সেই রোগ হতে পারে। তাই অনেক সময় কমবয়সী হয়েও চেয়ারে বসতে হয়। এ ছাড়াও দুর্ঘটনায় বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হয়েও চেয়ারে বসতে বাধ্য হচ্ছে অনেকেই। প্রথম যুগে প্রয়োজন এভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। প্রয়োজনের মাত্রাও হয়তো এমন প্রকট ছিলো না। আপনি কি এমন প্রমাণ দেখাতে পারবেন যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার চেয়ারেই বসার তাগিদ করেছেন ? কিন্তু রাসূল বা কোনো সাহাবী তাকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সে যামানায় আমল না থাকা, বর্তমানে প্রয়োজনে আমল করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না।

ফকীহগণের নিকট স্বীকৃত যে, প্রথম যুগ থেকে অনুগত কিছু পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরবর্তী যামানায় প্রয়োজনের তাগিদে তারতম্য হতে পারে। যেমন, রাসূল -এর যুগে মদীনায় ঈদের নামায হতো শুধু একস্থানে। তখনো অসুস্থতা ছিলো। তা সত্ত্বেও ঈদের নামায একস্থানেই আদায়ের নিয়ম ছিলো। হযরত আলী রাযি. প্রথমে অসুস্থদের অবস্থ

বিবেচনা করে শরী'আত স্বীকৃত প্রয়োজনে দু'স্থানে নামাযের অনুমতি দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ইমাম মুহাম্মদ রাহ. সহ অন্যরা প্রয়োজনে এক শহরের ততোধিক স্থানেও নামাযের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ. বলেন-

قال الإمام الطحاوي: ولا بأس بأن يجمع الناس في المصر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روى محمد. (قال الجصاص:) لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء، والأول هو قول محمد، شبهه بصلاة العيدين في المسجد، والجبانة. وقد روي أن عليا كان يخلف رجلاً يصلي العيد بضعفة الناس في المسجد، ويخرج هو ،فيصلي بهم في الجبانة.

"ইমাম তহাবী রাহ. বলেন, এক শহরে দুই মসজিদে নামায আদায় করতে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এর চেয়ে বেশি মসজিদে বিভক্ত হয়ে জুমা পড়বে না। এভাবেই ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বর্ণনা করেছেন।

ইমাম জাস্সাস রাহ. বলেন, এক শহরে একাধিক মসজিদে জুম'আর নামায আদায়ের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর কোনো অভিমত বর্ণিত নেই। প্রথমটি ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর অভিমত। তিনি এক শহরে একাধিক স্থানে জুম'আর নামাযের বৈধতাকে হযরত আলী রাযি.এর যামানায় মসজিদ এবং শহরের বাইরে অর্থ্যাৎ ময়দানের দু'জায়গায় ঈদের নামায আদায়ের সাথে তুলনা করেছেন। হযরত আলী রাযি.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদের দিন একজন ব্যক্তিকে দুর্বল মানুষদের নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করতেন। আর তিনি নিজে সবাইকে নিয়ে ময়দানে ঈদের নামায আদায় করতেন।"[১৯]

---

[১৯] শারহু মুখতাসারাতিত তাহাবী: ২/১৩৩-১৩৪

এর কাছাকাছি আরো একটি উদাহরণ হলো, 'তাছওয়ীব' অর্থাৎ আযানের পর একামতের পূর্বে নামাযের জন্য ডাকা। রাসূল ﷺ-এর যুগে এর কোনো প্রচলন ছিলো না; কিন্তু প্রয়োজনে ফুকাহায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেন- وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير ،
أى: لأنه وقت نوم وغفلة، . أحوال الناس، وخصوا الفجر به لما ذكرنا
والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية

"কুফার উলামায়ে কেরাম মানুষের অবস্থ্য পরিবর্তনের কারণে সাহাবা যুগের পর তাছওয়ীব (আযানের পর ইকামাতের পূর্বে নামাযের জন্য ডাকার) প্রথাটি চালু করেছেন। তবে তাঁরা ফজরের নামায ঘুম ও অলসতার সময়ে হওয়ার কারণে শুধু ফজরের সময় তাছওয়ীব করার কথা বলেছেন। তবে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম দ্বীনি কাজে মানুষের শিথিল মনোভাব প্রকাশ পাওয়ার কারণে সকল নামাযের ওয়াক্তেই তাছওয়ীব করাকে পছন্দ করেছেন।"[২০] উল্লেখ্য, ফিকহে ইসলামী প্রয়োজনীয়তাকে কখনোই উপেক্ষা করে না; বরং সুন্দর ও সাবলীল ও যৌক্তিক সমাধান দেয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরামের নিকট নিম্নের মূলনীতিগুলো স্বীকৃত। যা চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে কার্যকর। যেমন, الضرورات تبيح المحظورات، المشقة
تجلب التيسير، يسروا ولا تعسر وا، الطاعة بحسب الطاقة، حق الله تعالى
مبنى على المسامحة.

[২০] ফাতহুল কাদীর: ১/২৪৯, মাকতাবাতুর রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

“প্রয়োজনের খাতিরে নিষিদ্ধ কাজসমূহ বৈধ হয়ে যায়; জটিলতা সহজিকরণের দাবি রাখে, মানুষের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো, কঠোরতা করো না; আনুগত্য সাধ্যানুযায়ী; বান্দার উপর আল্লাহর হক উদার প্রকৃতির।”[২১]

এ ছাড়াও ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেছেন- الحكم يدار على دليل الحاجة
“শর‘য়ী বিধান প্রয়োজনের ভিত্তিতে আবর্তিত হয়।”[২২]
আশা করি এতটুকু পরিষ্কার হয়েছে যে, চেয়ারের মতো অবস্থানে বসে নামায রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের যুগে ছিলো। এছাড়া প্রয়োজনীয়তার মূলনীতি অনুযায়ীও চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ প্রমাণিত হয়। সুতরাং চেয়ারে বসে নামাযকে অবৈধ বলা অগ্রহণযোগ্য এবং একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

এসকল শর‘য়ী দলীলের আলোকে এবং বাস্তবার্থেই প্রয়োজন অনুভব করে দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম করাচী ও দারুল উলূম হাটহাজারীসহ অনেক দারুল ইফতার বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছেন।[২৩] বিগত কিছু দিন পূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয না হওয়ার ফাতওয়া দিলে আমাদের দেশের বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম তার বিরোধিতা করে জায়েয হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন।

---

[২১] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/২৫০, ২৫১, ২২৬, সহীহ বুখারী (৬৯), রদ্দুল মুহতার ১/৫৪৫ এইচ, এম, সাঈদ, আল হিদায়া, ১/৮৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[২২] আল হিদায়া, কিতাবুত তালাক ২/৩৫৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[২৩] উল্লেখ্য যে, কিছু বিধানের ক্ষেত্রে শরী‘আত বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে; মূল পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব না হলে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করার সুবিধার্থে। এ সকল বিধানের ক্ষেত্রে শরী‘আতের মেযাজ হলো, পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির শতকষ্ট স্বীকার করে মূল পদ্ধতি অনুযায়ী আমল না করে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করাই উত্তম। বিষয়টি নিম্নের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট। **عن أبي طعمة** قال:
كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر ، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم يقبل رخصة الله ، كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة .قال العلامة الهيشمي رحمه الله: رواه أحمد والطبراني في الكبير، واسناد أحمد حسن.

চেয়ারে বসা কি নামাযের স্বীকৃত্ পদ্ধতি 'কু'উদ-এর অন্তর্ভুক্ত?

অনেকে (قعود) কু'উদ বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় লম্বা আলোচনা করেছেন। সূরা আল ইমরানের ১৯১ নং আয়াত উল্লেখ করে তাফসীরে কাবীর ও আদ-

দুররুল মানছুর থেকে আমাদের মাযহাবের ইমামদের তুলনায় অন্য মাযহাবের বক্তব্যই বেশি উল্লেখ করেছেন। এতে যে সকল বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে তাতেও চেয়ারে বসে নামায আদায় নাজায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। এ থেকে আলোচ্যবিষয়কে প্রামাণ করা উসূলে ফিকহের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন জবাব না দিয়ে মৌলিক আলোচনার মাধ্যমে সংশয় নিরসন করা হলো।

হাদীসে কোনো ব্যক্তি কিয়াম করতে অক্ষম হলে তাকে বসার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বসার পদ্ধতি অনেকটাই কিয়ামে অক্ষম ব্যক্তির অবস্থ্র উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর উস্তায বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম আতা রাহ. কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করেননি। অসুস্থ্ ব্যক্তির সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আবী লায়লা রাহ.[১০৫] বর্ণনা করেন- عن عطاء قال في صلاة القاعد يقعد. كيف شاء

"হযরত আতা রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, যেভাবে বসলে তার সুবিধা হয়, সেভাবেই বসতে পারবে।"[১০৬]

কোনো কোনো ইমাম প্রচলিত কিছু পদ্ধতির আলোচনা করলেও প্রয়োজনে অন্য পদ্ধতি অবলম্বনের সুযোগ রেখে দিয়েছেন। যেমন ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বসার পদ্ধতির

وعن **ابن عمر** أن النبى قال: إن الله تبارك وتعالى يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال العلامة الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. **وعن ابن عباس** قال: قال رسول الله إن الله تبارك وتعالى يجب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. قال العلامة الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني. (أورد الأحاديث الثلاثة العلامة الهيثمى في "مجمع

الزوائد" في باب الصوم في السفر) **عن عائشة** أنها قالت: ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسر هما، ما لم يكن إنما. (رواه الإمام البخارى في صحيحه، في باب صفة النبى)

১০৫. আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা আলফকীহ, আলকাযী, আলহানাফী, আলকূফী। তিনি ৭৬ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম আবু আমর আশশা'বী (১০০ হি.), নাফে' মাওলা ইবনে উমর (১১৭ হি.), আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহ. (১১৪ হি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন, তিনি ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর সমপর্যায়ের ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি.), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (১৯৮ হি.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল কামাল: ১৭/৩৭২)

১০৬. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ৬/৬৬ হাদীস নং ৮৮৭৩ মুয়াসসাসাতু উলূমিল কুরআন

ক্ষেত্রে কিয়ামে অক্ষম ব্যক্তি সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যাপক কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

والمصلي قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة، إن شاء محتبيا، وإن شاء متربعا؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى.

“ওজরের কারণে যে ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে, ফরয নামায হোক বা নফল নামায, সে চারজানু হয়ে বা তার ইচ্ছামতো অন্যভাবে বসতে পারবে। এতে (তার নামায) মাকরূহ হবে না। সে উভয় হাঁটু উঠিয়েও বসতে পারবে। চারজানু হয়েও

বসতে পারবে। কেননা দাঁড়ানোর বিধান পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়া তার জন্য বৈধ। সুতরাং বসার নিয়ম ছেড়ে দেওয়া তার জন্য অধিকতর বৈধ হবে।"[২৪]

এ নসে মা'যূর ব্যক্তিকে বসার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়ার পর তিনি যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা অনেক ব্যাপক। ওজরের কারণে যখন তার থেকে কিয়ামের ফরয মাফ হয়েছে তখন বসার পদ্ধতির মাঝে সীমাবদ্ধ করা প্রদান না করাই উত্তম; আর স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, কোনো কোনো কিতাবে যে দু'একটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়।

বসতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য শুয়ে নামায পড়া নাজায়েজ :

যে ব্যক্তি বসে নামায পড়তে সক্ষম, যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন, তার জন্য শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি নেই। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহ. উল্লেখ করেন-

ولو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك القدر وإن عجز عن ذلك قعد، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته، هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه، وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائط أو وسادة لا يجزئه.

"ইমাম আবু জাফর তহাবী রাহ. থেকে বর্ণিত আছে- যদি মা'যূর ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য কিয়াম করতে সক্ষম হয়, যদিও তা এক আয়াত বা এক তাকবীর পরিমাণ হোক না কেন, তার জন্য সে পরিমাণ সময় কিয়াম করতে হবে। আর যদি এতেও অক্ষম হয়, তাহলে বসে নামায আদায় করবে। যদি সামান্য সময় কিয়াম করতে সক্ষম থাকার পরও তা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার নামায ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা

[২৪] আল মাবসূত: ১/২১০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

রয়েছে। এটাই (হানাফী) মাযহাবের সিদ্ধান্ত। মাযহাবের কোনো ইমামের এই মতের বিপরীত অভিমত পাওয়া যায় না। এমনিভাবে কেউ যদি বসতে অক্ষম হয় তবে হেলান দিয়ে বা কোনো মানুষ, দেয়াল অথবা বালিশের সাথে টেক লাগিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে সেভাবেই বসে নামায আদায় করতে হবে। এমতাবস্থায় যদি সে চিত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করে, তাহলে তার নামায হবে না।"[২৫] ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে এটাও বোঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি বসে নামায পড়তে না পারলে যদ্দুর সম্ভব বসার কাছাকাছি কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে। যেমন ইমাম আকমালুদ্দীন আল বাবীরতী রাহ. শুয়ে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব বসার কাছাকাছি অবস্থা অবলম্বন করার কথা বলেছেন-

(فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل وسادة تحت رأسه) حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء والركوع والسجود، إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحاء عن الإيماء.

"যদি মা'যূর ব্যক্তি বসতে অক্ষম হয়, তাহলে চিত হয়ে পিঠের উপর শুয়ে পড়বে এবং বসার সাদৃশ্য অবলম্বন করার জন্য মাথার নিচে বালিশ দিবে, যেন মাথা দ্বারা রুকু, সিজদার জন্য ইশারা করতে পারে।..."[২৬]

কোনো ব্যক্তি যদি ওজরের কারণে পা নিচে রাখতে না পারে, ঝুলিয়ে রাখতে হয়, নিচে বসে নামায পড়ারও সাধ্য নেই, তার জন্য এভাবেই নামায পড়ার সুযোগ আছে। যেমন পূর্বে হযরত আবু বারযা রাযি.-এর আমল উল্লেখ করা হয়েছে; বরং তার বসার

---

[২৫] আল বিনায়া: ২/৬৩৫, মাকতাবায়ে নাঈমিয়া

[২৬] আল ইনায়া: ২/৪, ফাতহুল কাদীরের টীকা

[১১০] জামে তিরমিযী: হাদীস নং ৪১১ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٢٢/١: قال عبد الحق: إسناده صحيح، والنووي إسناده حسن، وضعفه البيهقي وابن العربي وابن القطان لحال عمرو بن عثمان.

ক্ষেত্রেও জুলুস শব্দই ব্যবহৃ হয়েছে। খায়রুল কুরুনে প্রয়োজনে অশ্বারোহী ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থ্য় নামায আদায় করার নযির বিদ্যমান আছে। হযরত ই'য়ালা ইবনে মুর্‌রা রাযি. বলেন-

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، "فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء: يجعل السجود أخفض من الركوع".

"তারা (সাহাবায়ে কেরাম) একবার নবীজী ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলেন। তাঁরা একটি সংকীর্ণ ভূমিতে উপনীত হলেন এবং নামাযের সময় সমাগত হলো। এমতাবস্থ্য় তারা পানিতে বেষ্টিত হয়ে পড়লেন। আকাশ মাথার উপর থেকে বর্ষণ করছে। আর আর্দ্রতা নিচ থেকে জমে উঠছে। রাসূল ﷺ আযান-ইকামাত দিলেন এবং স্বীয় বাহন নিয়ে সবার সামনে এগিয়ে গিয়ে বাহনের উপর বসেই ইশারায় নামায পড়ালেন। সেজদার সময় মাথাকে রুকুর চেয়ে একটু বেশি ঝুঁকালেন।" (জামে তিরমিযী : হাদীস নং ৪১১)

এ হাদীস থেকে রাসূল ﷺ-এর বাহনে আরোহণ করা অবস্থ্য় ফরয নামায আদায় করার প্রমাণ মেলে। এ হাদীসের সমর্থনে হযরত আনাছ রাযি.-এর আমলও এখানে উল্লেখযোগ্য। ইমাম ইবনে সীরীন রাহ.[২৭] বলেন-

[২৭] আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে সীরীন আলবসরী, আলআনছারী। ৩৩ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৭ বছর বয়সে বসরাতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা সীরীন হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.-এর আযাদকতৃ গোলাম এবং তাঁর মাতা ছফিয়্যাহ হযরত আবু বকর রাযি.-এর আযাদকতৃ বাঁদী ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক, হযরত আব্দুল্লাহ
ইবনে উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত কাতাদাহ, হযরত আবু আইয়ুব সাখতিয়ানী, হযরত কুররাহ ইবনে খালিদ প্রমুখ তাঁর বিখ্যাত শাগরিদ। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও স্বপ্নের তাবীর ইত্যাদি শাস্ত্রে ইমাম ছিলেন। (তাহযীবুল কামাল: ৯/২৭, তাকরীবুত তাহযীব: ২/৮৫)

أقبلنا مع أنس بن مالك من الكوفة حتى إذا كنا بأطيط (جبل بين البصرة والكوفة) أصبحنا والأرض طين وماء، فصلى المكتوبة على دابة ثم قال: ما صليت المكتوبة قط على دابتي قبل اليوم.

"আমরা আনাস ইবনে মালিকের সাথে কুফা থেকে ফিরছিলাম। আতীত (কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চল) নামক স্থানে উপনীত হয়ে আমরা কাদা পানিতে আটকে পড়লাম। তিনি ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করলেন এবং বললেন, আমি আজকের আগে কখনো ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করিনি।"[১১২]

ওজরের মৌলিক উসূল ও উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামও বলেছেন, প্রয়োজনে কোনো অশ্বারোহী ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থায় ফরয নামায আদায় করতে পারবে। নিম্নে দু'একটি নস উল্লেখ করা হলো। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আল মাওসিলী রাহ. বলেন-

مريض راكب لا يقدر على من ينزله يصلي المكتوبة راكبا بإيماء، وكذلك إذا لم يقدر على النز ول لمرض أو مطر أو طين أو عدو.

"অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোহীত অবস্থায় থাকে এবং তাকে বাহন থেকে নামানোর জন্য কেউ না থাকে, তাহলে সে বাহনের উপরই ফরয নামায ইশারায় আদায় করবে। অনুরূপ বিধান যদি আরোহী কোনো অসুস্থতা, বৃষ্টি , কাদা অথবা শত্রুর ভয়ের কারণে বাহন থেকে নামতে না [১১৩]পারে।"বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে মুখতাসারুল কুদূরীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা হাদ্দাদী রাহ. বলেন-

المكتوبة لا تجوز على الدابة إلا من عذر وهو أن يخاف من النزول على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين أو ردغة لا يجد على الأرض مكانا جافا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو

نزل لا يمكنه ولا يجد من يعينه فتجوز صلاة الفرض في هذه الأحوال كلها على الدابة ولا يلزمه الإعادة.

“ফরয নামায সওয়ারির উপর আদায় করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি কোনো অপরাগতা থাকে যেমন, বাহন থেকে নামলে তার নিজের বা বাহনের কোনো হিংস্র জন্তু বা চোর ডাকাতের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথবা কাদা মাটির মাঝে, যেখানে নামায আদায় করার মতো কোনো শুকনো জায়গা নেই। অথবা সওয়ারি যদি এমন অবাধ্য হয় যে, তা থেকে অবতরণ করার পর সাহায্যকারী ছাড়া আরোহণের সুযোগ নেই। অথবা সে যদি বৃদ্ধ হয় এবং অবতরণের পর আরোহণে সাহায্য করবে এমন কেউ না থাকে। এসব অবস্থায় ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করা যাবে এবং তার উপর নামায দোহরানো আবশ্যক হবে না।”[১১৪] ইমাম যাইলাঈ রাহ., আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ., আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. ও আল্লামা কাশ্মীরী রাহ. একই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[১১৫]

হাদীস, আছার ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো যে, সুনির্দিষ্ট ওজরের কারণে সওয়ারিতে বসে নামায আদায় করা যাবে। সওয়ারিতে বসা আর চেয়ারে বসার মাঝে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই; বরং সওয়ারিতে বসা চেয়ারে বসার তুলনায় আরো অস্বাভাবিক।

---

১১২ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. رواه ابن أبي شيبه وزاد: مستقبل القبلة وأو مأ أيماء وجعل السجود أخفض من الركوع.

১১৩.আল ইখতিয়ার লিতা'লিলিল মুখতার: ১/১৩৪, দারুল হাদীস, কায়রো

১১৪. আল জাওহারাতুন নায়্যিরা: ১/৯০, মাকতাবায়ে হাক্কানিয়্যা, মুলতান, পাকিস্তান

১১৫. রদ্দুল মুহতার: ২/৯৬, আল আরফুশ শাযী, দ্র. ফাতহুল মুলহিম: ৪/৪১৩

তাই বাস্তবসম্মত ওজরের কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমোদন এখান থেকেও প্রমাণিত হয়।

ইহুদি-নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য এর অভিযোগ কতটা যুক্তিযুক্ত?

ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ একটি উসূল হলো, বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে বেঁচে থাকা। এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কুরআনেও বিভিন্নভাবে এবিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম বহু শাখা প্রশাখার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো (আমাদের কল্যাণ সাধন ও সুফল প্রদানের ক্ষেত্রে) পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অতএব ইসলামের যে কোনো শাখায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ইসলামকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করা আবশ্যক। বিশেষ করে তাহকীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য। কেননা খণ্ডদৃষ্টি দ্বারা কোনো বিষয় নির্ভুল ধারণা লাভ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা এত ব্যাপক নয় যে, যেকোনো সাদৃশ্য বা একরূপতা এর আওতায় এসে যাবে। অন্যথায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ বাদ দিতে হবে। বলতে গেলে পুরো জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম সাদৃশ্য নিষেধের দলীল এবং শরী'আতের অন্যান্য দলীল বিবেচনা করে বিধানটিকে নির্দিষ্ট সীমায় এনে ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন- فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر.

“সর্বক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন নিন্দনীয় নয়। এটা তখনই নিন্দনীয় হবে যখন তা হবে মন্দ কাজে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে সাদৃশ্য গ্রহন উদ্দেশ্য হয়।”[২৮]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان، ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري. قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير، فقلت: أترى بهذا الحديد بأسا؟ قال لا ،قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان؛ فقال »كان رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لها شعر« وإنها من لباس الرهبان. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع. اهـ

“আল বাহরুর রায়িকে কাযিখানের আল জামিউস সগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে নকল করা হয়েছে: (কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা সব ক্ষেত্রেই যে মন্দ নয় এ প্রসঙ্গে) আমরাও তাদের মতোই পানাহার করি...।

এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় আয যখীরা গ্রন্থে- হিশাম রাহ. বলেন, আমি আবু ইউসুফ রাহ.-এর পায়ে লোহার খুঁটিযুক্ত এক পাটি জুতা দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে লোহার ব্যবহারে আপনি কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, সুফিয়ান এবং সাওর ইবনে যায়দ এতে রুহবান বা বৈরাগীদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় এটাকে অপছন্দ করতেন। এর প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমযুক্ত জুতা ব্যবহার করতেন। এটাও তো বৈরাগীদের

[২৮] আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪৬৪, মাকতাবায়ে আযহার

পরিধেয়।” তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, উপকার ও সুবিধা রয়েছে এমন কাজে সাদৃশ্য হলে কোনো সমস্যা নেই...।”[২৯]

এখানে আল্লামা শামী রাহ. নিত্যপ্রয়োজন এবং ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর বক্তব্য থেকে এ মূলনীতি বের করেছেন যে, মানুষের প্রয়োজন মিটাতে বা কল্যাণসাধন করতে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য হলেও আপত্তির কিছু নেই। প্রয়োজনে বা কৌশলগত কারণে সাদৃশ্য অনুমোদিত। যেমন আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

و(يكفر) بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر أو البرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين.

“বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গরম ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অগ্নিপূজারীদের টুপি পরিধান করলে তাকফীর করা হবে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদের (বিশেষ) কোমরবন্ধনীর ক্ষেত্রেও একই কথা। হ্যাঁ, তবে যদি তা হয়ে থাকে শত্রুকে ধোঁকা দিতে এবং মুসলমানদের কল্যাণে, তাহলে সমস্যা নাই।”[৩০]

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা নিয়ে যারা আপত্তি করেছেন তারা জোরেশোরে এ বিষয়টি সামনে আনতে চান। সাদৃশ্যের প্রশ্ন তুলেই মনে করেন যারা অনুমতি দিয়েছেন তাদের কথা দলীলনির্ভর নয়। অথচ যারা অনুমতি দিয়েছেন তারা প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করেই অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজন ব্যতিরেকে চেয়ারে নামায না হওয়ার কথাও স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় ফাতওয়ার অংশবিশেষ তুলে ধরছি- “অপারগতা ও প্রয়োজনের

---

[২৯] রদ্দুল মুহতার: ২/৪৬৪, মাকতাবায়ে আযহার

[৩০] আল বাহরুর রায়িক: ৫/২০৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অবৈধতার কারণ নয়। অর্থাৎ, যা করতে মানুষ বাধ্য, যা না হলে মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হবে, এমন বিষয়ে সাদৃশ্যের বিধান প্রযোজ্য নয়। কারণ এ সকল বিষয় কারো সাদৃশ্য গ্রহণের জন্য করা হয় না; বরং প্রয়োজনে করা হয়। তাই কারণ বা রহস্য না বুঝে শুধু সাদৃশ্য দেখেই যদি ঢালাওভাবে সাদশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে হারাম বলে দেয়া হয়, তাহলে খাওয়া-দাওয়াসহ জীবন ধারণের অনেক মৌলিক বিষয়ও তার আওতায় চলে আসবে। কারণ, এসব বিষয় মৌলিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এ সব হারাম হয়ে গেলে মানব জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই যে সকল বিষয় আবশ্যক, প্রয়োজনীয় ও উপকারী নয় বা যে সকল মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর পথ ও পন্থা একাধিক হতে পারে সে সকল ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ রূপরেখা বর্জন করে সাদৃশ্যহীন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ করা হয়।

এটি তখন শরী'আতের দৃষ্টিতে ওজরের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব চেয়ারের এই বৈধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবহারকে সাদৃশ্যের অজুহাতে অবৈধ বলা যাবে না।"

উল্লেখ্য, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি প্রদান করা। অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার আমরাও নিষেধ বলি। অপব্যবহার বন্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহারের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সতর্কতা হিসেবে বিভিন্ন ফাতওয়ায় সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দিলে অপব্যবহারের দরজা খুলে যাবে ?

অনেকে বলেছেন, চেয়ারে বসে নামায পড়ার অনুমতি দিলে সুযোগ সন্ধানীদের দরজা খুলে দেয়া হবে। অথচ শরী'আতে এক্ষেত্রে দরজা বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিধানাবলী ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত سد الذرائع শিরোনামে উল্লেখ করে থাকেন।

এর সরল ব্যাখ্যা হলো, নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা যাতে ছিদ্রপথ না থাকে। নিষিদ্ধ কাজের পরিধি অনেক বড়। অন্য দিকে যে কাজকে নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম ধারণা করা হচ্ছে সেটিও বিভিন্ন পর্যায়ের। কোনো সময় ফরয পর্যায়ের বিধানকে কেউ হারাম কাজের মাধ্যম বানিয়ে থাকে। আবার কিছু ব্যবহৃত মাধ্যম আছে মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের। এছাড়াও প্রয়োজনের তাগিদে অবলম্বনকতৃ মাধ্যমও আছে।

উল্লিখিত নীতি থেকে ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে অনেক বিধানই ব্যাহত হয়ে পড়বে। যেমন, মহিলাদের হিজাব ব্যবহার করা একটি শরী'আতস্বীকৃত বিষয়। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই এর অপব্যবহার করে থাকে। অন্যায় কাজ করে নিরাপদে সরে আসার জন্য হিজাব অবলম্বন করে থাকে। হিজাব পরিধান করে রাষ্ট্রীয় আসামী পলায়ন করার বিষয় অজানা থাকার কথা নয়। এ ধরনের আরো উদাহরণ পেশ করা যাবে; তবে বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। মূল কথা হলো, কোনো বিধানকে কেউ হারামের মাধ্যম বানালেই তা নিষেধ হয়ে যাবে না। এর বিভিন্ন স্তর ও প্রকার রয়েছে। ইমাম আবুল আব্বাস আল কারাফী রাহ.[৩১] বলেন-

[৩১] শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইদরীস ইবনে আব্দুর রহমান আলমিশরী, আলকারাফী, আলমালেকী। ৬২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম (৬৬০ হি.), আবু আমর ইবনে হাজিব (৬৪৬ হি.) যকীউদ্দীন ইবনুল

الذرائع ثلاثة أقسام

١. قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها .٢. وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى.

٣. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا.

"যারী'আসমূহ (কোনো জিনিসের কারণ বা মাধ্যম হয়) তিন প্রকার:

১. ঐ সমস্ত যারী'আ বা মাধ্যম যেগুলো নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যেমন, মুসলমানদের পথের উপর কূপ বা গর্ত খনন করা। এটা কখনো জায়েয হবে না। কারণ এটা যে কারো প্রাণহানির কারণ বা মাধ্যম হতে পারে। অনুরূপভাবে খাবারে বিষ মিশ্রিত করা।

এমনিভাবে ঐ মূর্তিপূজারীর সামনে মূর্তিকে গালমন্দ করা, যার ব্যাপারে জানা আছে যে, মূর্তিকে গালমন্দ করলে সেও আল্লাহকে গালমন্দ করবে।

২. আরেক প্রকার হলো, যেটা নিষিদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। এ ধরনের মাধ্যম থেকে নিষেধ করা হবে না। যেমন, মদ তৈরী করা হবে এই সম্ভাবনার কারণে আঙ্গুর উৎপাদন থেকে নিষেধ করা হবে না...।

মুনযিরী (৬৫৬ হি.)   তাঁর অন্যতম উস্তাদ। ফিকহ, উসূলে ফিকহ, লুগাহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর আনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়া'ইল ফুরূক তাঁরই অমর কীর্তি। (তাবাকাতুস সুবকী: ৮/১৬১, হুসনুল মুহাযারাহ লিসসুয়ূতী: ১/৯০, আল আ'লাম লিযযিরিকলী ১/২১০)

৩. আর কিছু যারী'আ বা মাধ্যম আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে- এসব মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা হবে কি হবে না। যেমন, বাকিতে বেচাকেনা।"[১]

ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত এ মূলনীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন মাধ্যম যা মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের। যা পালন বা অবলম্বন করার ব্যাপারে শরী'আতের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র কোনো তলব নেই। এ ধরণের মাধ্যমগুলোই উক্ত মূলনীতি থেকে উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে রুশদ রাহ. (৫৯৫ হি.)[২] বলেন- الذرائع هى الأشياء التي ظاهرها. الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور

"যারায়ে হচ্ছে ঐ সমস্ত কাজ যেগুলো বাহ্যত বৈধ; কিন্তু পরিণতিতে এগুলো অবৈধ কাজের দিকে নিয়ে যায়।"[৩] ইমাম কুরতুবী রাহ.[৪] বলেন- الذريعة عبارة عن أمر. غير ممنوع في نفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع

"যারী'আ বলা হয় এমন বিষয়কে যেটা সত্তাগতভাবে বৈধ; কিন্তু এটা করার কারণে অবৈধ ও হারামে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।"[৫]

সুতরাং যে বিধানগুলো স্বতন্ত্র দলীল দ্বারা প্রতিপাদ্য ও প্রমাণিত, এমন বিধানকে কেউ গুনাহের মাধ্যম বানালেও তা নিষেধ হয়ে যাবে না। এমনিভাবে কোনো বিধান যদি উপকার ও অপকার

---

[১] الفروق للقرافي (الفرق الثامن وخمس ون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل) (٢٦/٢ مؤسسة الرسالة)

[২] আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী, আলমালেকী। তিনি ইবনে রুশদ আল হাফীদ নামে প্রসিদ্ধ। ৫২০ হিজরীতে আন্দালুসের কুরতুবা (বর্তমান স্পেনের কর্ডোভা) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৫ হিজরীতে মরক্কোর মারাকেশ শহরে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফিকহ, ইসলামী দর্শন, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। এসব শাস্ত্রে তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। ফিকহশাস্ত্রে 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাছিদ' তাঁরই কালজয়ী রচনা। এছাড়াও 'উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে 'মুখতাসারুল মুস্তাস্‌ফা' এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে 'আল কুল্লিয়াত' রচনা করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ২১/৩০৭)

[১] আল মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহাদাত লি-ইবনে রুশদ: ২/৩৯, (কিতাবুল বুয়ু)

[২] আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল কুরতবী আলমালেকী। ৬০০ হিজরীতে আন্দালুসের কুরতুবা (বর্তমান স্পেনের কর্ডোভা) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩৩ হিজরীতে আন্দালুসের পতনের পর মিশরে

হিজরত করেন। ৬৭১ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিশরেই ইন্তেকাল করেন। তিনি তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। 'আল জামে লিআহকামিল কুরআনিল কারীম' তাঁরই রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। (শাযারাতুয যাহাব ৫/৩৩৫, আল আ'লাম লিযযিরিকলী ১/২১০)

[৩] আল জামে লি-আহকামিল কুরআন: (সূরা বাকারা: ১০৪)

উভয়ের মাধ্যম হয়; কিন্তু তার উপকারের দিকটা অধিক শক্তিশালী, তখনও তা অবলম্বন করার সুযোগ আছে। ইমাম আবুল আব্বাস কারাফী রাহ. বলেন-

(تنبيه) قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة...

"(সতর্কীকরণ) কখনো কখনো হারামের দিকে ধাবিত করে এমন জিনিস হারাম হয় না যদি

তাতে উপকার বা কল্যাণের পাল্লা ভারী থাকে।"[৬]

মোটকথা, ওজর বা প্রয়োজনে যে কাজগুলো করতে হয় তা কেউ গুনাহের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগালেও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে না। কারণ, এই কাজটি নিছক মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের নয়। এর পিছনে স্বতন্ত্র দলীল আছে।

ওজরের কারণে ঘরে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেকে অলসতা করেই বাসায় একাকী নামায আদায় করে। মসজিদে আসে না। এদের কারণে কি প্রকৃত মা'যূরদের ঘরে নামায না হওয়ার ঘোষণা দেয়া যাবে?

আমাদের আলোচ্যবিষয়ে ওযর ও প্রয়োজনকে বিবেচনা করেই চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন কিছু ব্যক্তির অপব্যবহারের কারণে প্রকতৃ মা'যূরদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নিষেধ করলে তাদের উপর অসাধ্য জিনিস চাপানো হবে যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

মা'যূর ব্যক্তিরা কি মসজিদে যাবে না?

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে, ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তি কি মসজিদে যেতে পারে? এরপর আশ্চর্যবোধ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তি মসজিদে আসবে কীভাবে?

হতে পারে আপনার ধারণা হলো, প্যারালাইসিসে যার পা বিকল হয়ে গেছে, শুধু সেই ব্যক্তিই ওযরবিশিষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা মোটেও এরূপ নয়। অনেকেই আছেন যাদেরকে ডাক্তার নিচে বসতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তারা যাবতীয় কাজ চেয়ারে বসেই সম্পাদন করে। চলাফেরাও করে হুইল চেয়ারে বসে। জমিনে বসা তাদের জন্য ক্ষতিকর, কারো জন্য আশঙ্কাজনকও। এ ধরনের ব্যক্তিরা কি মসজিদে যেতে পারবে না?

রাসূল ﷺ-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং মসজিদে যেতে অপরের সহযোগিতা গ্রহণ করা, এছাড়া মসজিদে আসার প্রতি জোর তাগিদ আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়? হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي ، قائد يقودني إلى المسجد : فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ،فيصلي في بيته، فرخص له ،فلما ولى، دعاه، فقال

»هل تسمع النداء بالصلاة؟« قال: نعم، قال: »فأجب«

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, (আমি অন্ধ) আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসবে। অতএব আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিলো,

রাসূলুল্লাহ (স:) তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি নামাযের আহবান (আযান) শুনতে পাও? সে বললো, জ্বী। রাসূলুল্লাহ (স:) বললেন, তাহলে সাড়া দিও (অর্থাৎ মসজিদে যাবে)"(সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৬৫৩, বাইতুল আফকারিদ দাউলিয়্য)। এ হাদীসে রাসূল অন্ধ ব্যক্তিকেও ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেননি। আপনার যুক্তির দৃষ্টিতে খেলে তো এখানেও প্রশ্ন হয়, অন্ধ ব্যক্তি কি মসজিদে আসতে পারে? কিন্তু কার হিম্মত আছে যে, রাসূল -এর ফয়সালার উপর প্রশ্ন করবে? মোটকথা, কুরআন হাদীসে পুরুষকে মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করার জোর তাগিদ করা হয়েছে। একাগ্রচিত্তে নামায আদায়ের উত্তম স্থান মসজিদই। সুতরাং কোনো ব্যক্তি মা'যূর হলেও যদ্দুর সম্ভব মসজিদে এসে নামায পড়ার চেষ্টা করা কাম্য।

ইমামের পিছনে চেয়ারে বসে নামায পড়া কি 'মুনকার'?

ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তিও ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়তে পারবেন। তবে তাদের জন্য কাতারের কিনারায় গিয়ে সুস্থ ও আলেমদের জন্য ইমামের পিছনে নামায পড়ার সুযোগ করে দেয়াই উত্তম। ইমামের পিছনে দাঁড়ানো একটি উত্তম কাজ। ইমাম আবু দাউদ রাহ.[৩২] উলূল আহলামি ওয়ান-নুহা' বিষয়ক হাদীস এই শিরোনামে উল্লেখ করেছেন-

[৩২] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর আলআযদী আসসিজিস্তানী। তিনি ২০২ হিজরীতে ইরানের সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। কুতুবে ছিত্তা'র অন্যতম হাদীস গ্রন্থ 'সুনানে আবী দাউদ' তাঁরই রচনা। এছাড়াও 'মারাসিলে আবী দাউদ' রচনা করেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১৩/২০৫-২২১, তাহযীবুল কামাল: ৪/৩৪৩)

باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، وكراهية التأخير.

“ইমামের পিছনে সামনের কাতারে কে দাঁড়াবে এবং সেখানে দাড়ানো থেকে পিছিয়ে থাকা অপছন্দনীয় এ বিষয়ক অধ্যায়।”[৩৩]

ইমাম আব্দুর রায্যাক রাহ. ও এ ধরনের হাদীসের জন্য কাছাকাছি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب من ينبغي أن يكون في الصف الأول.

“কার জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানো উচিত এ বিষয়ক অধ্যায়।”[৩৪]

সুতরাং ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তির ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়া ‘মুনকার’-এর আওতায় আসে না। তাই সর্বসাধারণের জন্য ‘নাহী আনিল মুনকার’-এর বিধান হিসেবে তাকে পিছনে যাওয়ার হুকুম জারি করার সুযোগ নেই। উপরন্তু এতে ফেতনা হওয়ার আশংকা রয়েছে। রাসূল -এর শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থা য় মসজিদে গমন করার হাদীস সুপ্রসিদ্ধ। রাসূল কাতারের কিনারায় না গিয়ে ইমামের পাশেই অবস্থান নিয়ে ছিলেন।[৩৫] মাযূর ব্যক্তির জন্য কিনারায় দাঁড়ানো আবশ্যক হলে তিনি মাঝে আসতেন না।

এছাড়াও রাসূল ﷺ ‘উলূল আহলামি ওয়ান-নুহা’ কে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বলেছেন এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিলো। আপনার উদ্ধৃতির কিতাব ‘দরসে তিরমিযী’তেও একাধিক উদ্দেশ্যের আলোচনা আছে।

অনেকে বলেছেন ইমামের পিছনে কেবল যোগ্য ব্যক্তিরাই দাঁড়াবে। যদি উদ্দেশ্য হয় রাসূল ﷺ-এর নামায সঠিকভাবে বোঝা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্য

---

[৩৩] বাজলুল মাজহুদ: ৩/৬২৩, দারুল বাশায়ের

[৩৪] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ২/৫২

[৩৫] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৬৮৭, ফাতহুল বারী: ২/২১৪-২১৫

অর্জন করা; যা উল্লিখিত হাদীসের অন্যতম ব্যাখ্যা। তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী অযোগ্য নয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, প্রয়োজনে নায়েব বা খলীফা হওয়ার যোগ্যতা থাকা, তাহলে আমরা বলবো এটাই হাদীসের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাই এ কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না যে, রাসূল ﷺ শুধু নায়েব হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই পিছনে দাঁড়াতে বলেছেন। সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে মা'যূর ব্যক্তির জন্য মসজিদের পিছনের কাতার বা একপাশে নামায পড়া, অথবা ইমামের পিছনে বসে গেলে তাকে পিছনে যেতে বাধ্য করা অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় না।

রাসূল ﷺ শুধু নিজের পিছনেই দাঁড়াতে বলেননি; বরং নিজের কাছাকাছি প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বলেছেন। একজনকে নয় একাধিক ব্যক্তিকেই দাঁড়াতে বলেছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে মুহাজির ও আনছার শব্দও এসেছে।[৩৬] একজন নায়েব হতে অপারগ হলে অন্যজন নায়েব হবে। সুতরাং কোনো মা'যূর ব্যক্তির ইমামের পিছনে নামায পড়া উল্লিখিত হাদীস পরিপন্থি হবে না। সর্বসাধারণের জন্য তাকে পিছনের কাতারে বা একপাশে যাওয়ার হুকুম জারি করারও সুযোগ নেই। সর্বোপরি একটি উত্তম কাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। হাদীসের মৌলিক উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য নিম্নে প্রসিদ্ধ হাদীস ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী রাহ. (৩৮৮ হি.)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হলো। তিনি বলেন-

إنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يليه ذوو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته، ولكي يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهو أو عرض في صلاته عارض في نحو ذلك من الأمور.

[৩৬] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ২/৫৩, হাদীস নং ২৪৫৭

“রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন যাতে নামাযের সময় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তার পেছনে দাঁড়ায়। যাতে তারা তার থেকে নামায পরিপূর্ণরূপে বুঝে নিতে পারে। এছাড়াও নামাযে ইমামের কোনো সমস্যা হলে তারা যেন ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, অথবা ইমামের কোনো ভুল হয়ে গেলে তাদের থেকে যেন শুধরে নিতে পারে।”[৩৭] পুরো আলোচনার ভিত্তি প্রয়োজনীয় অবস্থার উপর। আর প্রয়োজনে গৃহীত বিধান প্রয়োজনের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে চেয়ার ব্যবহার করার অনুমতি নেই। মসজিদের ইমাম সাহেবগণ মাঝে মাঝে মসজিদে আলোচনা করলে চেয়ারের অপব্যবহার কমে যাবে। একপর্যায়ে বন্ধও হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

চেয়ারে বসে নামায নাজায়েজের ফতোয়া-উলামায়ে হিন্দের জবাব :

(**চেয়ারে বসে নামায নাজায়েজ এর বিষয়ে উলামায়ে তামিল নাড়ু(ভারত) এর পক্ষ থেকে একটি বিস্তারিত ফতোয়া প্রদান করা হয় যার ফলে ব্যাপক আলোচনার সৃস্টি হয়।এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতি শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তাকি উসমানী (হাফিজাহুল্লাহ) এর নিকট ফতোয়াটি দৃস্টিগোচর করা হলে দারুল উলুম করাচি এর পক্ষ থেকে বিস্তারিত দালিলিক জবাব প্রদান করা হয়।আলোচনাটি হুবহু তুলে ধরা হলো**)

আপনি ভারতের উলামায়ে তামিলনাড়ুর পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি ইশতেহার পাঠিয়েছেন। আমরা ইশতেহারের দাবি ও দলীল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনার পূর্বে বলবো, চেয়ারের অপব্যবহার অবশ্যই দোষণীয়। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে ইশতেহারের ব্যাপক অর্থবোধক

[৩৭] মা'আলিমুস সুনান: ১/১৫৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

শিরোনাম -এর সাথে আমরা একমত নই। ইশতেহারের প্রকাশক ভারতের হওয়ায় দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতায় এ ইশতেহার সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত তলব করলে তাঁরাও এ শিরোনামের সাথে একমত পোষণ করেননি।

১ম.

ইশতেহারের শিরোনাম দেয়া হয়েছে। শিরোনাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এতে ফিকহী বিচক্ষণতার তুলনায় মানসিক জযবা প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বস্বীকৃত কথা হলো, শরী'আতে কিছু বিষয় এমন আছে যা কাত'য়ী বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর কিছু বিধান রয়েছে যন্নী বা ইজতিহাদী। প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে قطعا 'অকাট্য' শব্দ ব্যবহার হতে পারে। এসব বিধান সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট; এতে অন্য ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে ইজতিহাদী বিষয়ে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ নয়। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়ের পক্ষে-বিপক্ষে না কোনো অকাট্য ও সুস্পষ্ট আয়াত আছে, না কোনো হাদীস। বরং হাদীস ও শরী'আহ-এর এমন মূলনীতি রয়েছে, যা বৈধ হওয়ার প্রবল দাবি রাখে।

২য়.

ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কুরআনের খেলাফ। প্রকতৃ পক্ষে ইশতেহারে নামাযে খুশু-খুজু'র তারগীব বিষয়ক উল্লিখিত আয়াত দ্বারা চেয়ারে বসে নামায অকাট্যভাবে নাজায়েয হওয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ, খুশু-খুজু সম্পর্কে দু'টি আয়াত উল্লেখ করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় খুশু-খুজু'র খেলাফ। লক্ষণীয় বিষয় হলো, চেয়ারে বসে নামায খুশু-খুজু'র খেলাফ বা চেয়ারে বসে নামায আদায় খুশু-খুজু'র আওতায় আসে না- এ সিদ্ধান্তটি

কুরআনের ভাষ্য নাকি তাদের নিজেদের বুঝ ও ইজতিহাদ? নিশ্চিত জবাব হলো, এটি তাদের ইজতিহাদ বা বুঝ।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করার দ্বারা খুশু-খুজু না থাকায় তা নাজায়েয হয়, তাহলে রাসূল ﷺ চতুষ্পদ জন্তু উপর আরোহন করে নফল নামায কীভাবে আদায় করার অনুমতি দিলেন? নিজেও আমল করলেন? প্রয়োজনে ফরয নামায পড়ার প্রমাণ কীভাবে হাদীস, আসার এবং ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে পাওয়া যায়? অথচ চেয়ারে বসা আর ঘোড়ায় বসার মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। চতুষ্পদ জন্তু উপর আরোহন করে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তারা যে জবাব দিবেন আমরাও তাই বলবো।

৩য়.

ইশতেহারে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় সংশয় নিরসনে করা হয়েছে। এখানে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর কাছে চেয়ার ছিলো। এরপরও তিনি চেয়ারে বসে নামায পড়েননি। এ বিষয়েও পিছনে আলোচনা হয়েছে। এখানে একটি দিক তুলে ধরছি। তাদের আলোচনার ধরন থেকে বোঝা যায়, তারা মনে করেন, কোনো কিছু ব্যবহারের সুযোগ থাকার পরও রাসূল ﷺ তা ব্যবহার না করা সর্বাবস্থায় তা অবৈধ হওয়ার দলীল। অথচ বিষয়টি এমন নয়। ইমাম আবু ইসহাক শাতেবী রাহ. উসূলে শরী‘আতের একজন সর্বস্বীকৃত ইমাম, তিনি রাসূল ﷺ যে কাজগুলো করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দিয়েছেন তা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সবগুলোকে এক পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত করেননি। শ্রেণীবিন্যাস করে তিনি বলেন-

وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم:

ومنها: ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل؛ فإن القسم لم يكن لازما لأزواجه في حقه، وهو معنى قوله تعالى: [৩৮] عند جماعة المفسرين، ومع ذلك؛ فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه، وترك الانتصار ممن قال له: اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ونهى من أراد قتله، وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة، ولم يعاقب عروة بن الحارث إذ أراد الفتك به ،وقال: من يمنعك مني؟ الحديث.

“পূর্বোল্লিখিত কারণ ছাড়াও আরো বিভিন্ন কারণে কোনো বৈধ কাজ বর্জন করা হতে পারে। যেমন, মুবাহকে ত্যাগ করে তার চেয়ে উত্তমকে গ্রহণ করা। মুফাসসিরীনদের এক জামাতের বক্তব্য অনুযায়ী আয়াত এর ভিত্তিতে নবী কারীম ﷺ-এর উপর স্ত্রীদের জন্য সমানভাবে সময় বন্টন আবশ্যক ছিলো না। তার পরও তিনি সময় বন্টন করতেন। তাঁর উন্নত চরিত্রের সাথে মানানসই হিসেবে। তাঁর জন্য সময় বন্টন না করা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন...(আরো কিছু উদাহরণ)।”[৩৯]

এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ কোনো কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা কাজটি অবৈধ হওয়ারই দাবি করে না; বরং এক্ষেত্রে অন্য কারণও বিদ্যমান থাকতে পারে। যেমন, উত্তম আখলাক অবলম্বন, আবদিয়্যাত প্রকাশ করা ইত্যাদি।

---

[৩৮] সূরা আহযাব: ৫১

[৩৯] আল মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শারইয়্যাহ: ৪/৩৪৩, দারুল হাদীস, কায়রো

মোটকথা, যে কাজের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে- একটি উত্তম আরেকটি মুবাহ, রাসূলুল্লাহ যদি এর মধ্য হতে উত্তম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন, তাহলে এর দ্বারা মুবাহ পদ্ধতিটি নাজায়েয সাব্যস্ত হবে না। এ নীতিটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন, 'দ্বব' (এক ধরনের প্রাণী) খাওয়া সম্পর্কে রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, لا آكله ولا أحرِمه[৪০]। এতে তিনি না খাওয়ার দিক গ্রহণ করলেও অন্যদের বারণও করেননি। এছাড়া মুবাহ পর্যায়ের অনেক বিধান সুনির্দিষ্টভাবে রাসূল বলে যাননি; বরং মৌলিক নির্দেশনা দিয়ে উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ.-এর বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয়। তিনি বলেন-

ليس على النبي بيان كل شيء مباح، ولا توقيف الناس عليه بنص يذكره.

"রাসূলুল্লাহ -এর জন্য প্রত্যেক বৈধ বিষয় বর্ণনা করা বা নিদির্ষ্ট ভাবে মানুষকে তা জানিয়ে দেয়া জরুরী নয়।"[৪১]

ইশতেহারে জমিনে নামায পড়ার প্রতি প্রবল তাগিদ বোঝানোর জন্য তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হাদীস আহমদ বুসীরী রাহ.-এর কিতাব 'ইতহাফুল-খিয়ারা' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। বুসীরী রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করেছেন 'সুনানে বাইহাকী' থেকে। তিনি বলেন- رواه البيهقي في سننه من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به ،وقال : صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومىء.

"ইমাম বাইহাকী রাহ. স্বীয় সুনানে সুফিয়ান সাওরীর সনদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ এক অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারতে গিয়ে তাকে দেখতে পান, একটি বালিশের উপর

[৪০] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৯৪৩
[৪১] আল ফুসূল ফিল উসূল: ১০/২

নামায পড়ছে। তিনি বালিশ সরিয়ে ফেললেন। এবার অসুস্থ সাহাবীটি একটি কাষ্ঠখণ্ড নিলেন। এটাও তিনি সরিয়ে ফেললেন এবং বললেন, যদি পারো জমিনে সিজদা করো, অন্যথায় ইশারায় আদায় করো।" দ্বিতীয় হাদীসটি দু'একটি শব্দ ছাড়া হুবহু প্রথম হাদীস। যা সরাসরি 'সুনানে বাইহাকী' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- عن جابر، أن النبي قال لمريض: صل على وسادة، فرمى بها، وقال : صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومىء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.

মূল বক্তব্য আগের বর্ণনার অনুরূপ। তবে এখানে শেষে ইশারার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, রুকুর তুলনায় সেজদার সময় মাথা একটু বেশি ঝোঁকাবে। তৃতীয় হাদীস মূলত হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর ফাতওয়া; যা 'সুনানে বাইহাকী' থেকে

উল্লেখ করা হয়েছে।

عن جبلة قال: سئل بن عمر وأنا أسمع عن الصلاة على المروحة فقال: لا تتخذ مع الله إلها آخر وقال لا تتخذ لله أندادا صل قاعدا واسجد على الأرض فإن لم تستطع فأوم إيماء وإجعل السجود أخفض من الركوع.

"হযরত জাবালা রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ কানে শুনেছি, হযরত উমর রাযি. -কে (সেজদায় অক্ষম ব্যক্তি) পাখা জানালার খাঁজে মাথা রেখে নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে গ্রহণ করো না। কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক বানিয়ো না; বরং বসে বসে নামায আদায় করো এবং জমিনে সেজদা করো। যদি সক্ষম না হও, ইশারা করো। সিজদার সময় মাথা রুকুর চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকাবে।" ইশতেহারে প্রত্যেক হাদীসে চিহ্নিত বাক্যগুলোর অর্থ করা হয়েছে।

এ সকল ইবারত থেকে বোঝা যায় যে, তারা হাদীসের মতলব বুঝেছেন যে, "জনৈক ব্যক্তি বালিশ বা পাখার উপর নামায পড়ছিলো। রাসূল ﷺ এবং ইবনে উমর রাযি. তা করতে বারণ করেছেন এবং জমিনেই নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় ইশারা করে নামায পড়তে বলেছেন।" অথচ এ হাদীসগুলোতে নামায পড়া নয়; বরং সিজদা করা উদ্দেশ্য ছিলো। যেমন, প্রথম হাদীসটি ইমাম আবু ইয়া'লা রাহ.[১]ও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার শব্দ হলো- عن جابر بن عبد الله قال: »عاد رسول الله على وسادة فنهاه - صلى الله عليه وسلم - مريضا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد وقال: "إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماء واجعل أخفض من الركوع السجود

"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারতে গেলেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তাকে বালিশের উপর সিজদা করতে দেখে তা করতে বারণ করলেন এবং বললেন, যদি সক্ষম হও তাহলে জমিনের উপর সেজদা করো।

আর না হয় ইশারায় আদায় করো। সিজদার সময় মাথাকে রুকুর চেয়ে বেশি ঝোঁকাবে।"[২] এখানে 'সিজদা' শব্দটি উল্লেখ হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বাইহাকীর রেওয়ায়াতে 'সিজদা' শব্দটি উহ্য ছিলো অথবা ওখানে 'সালাত' সিজদার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয় হাদীসে 'সালাত' সিজদার অর্থে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি আরো পরিষ্কার। প্রশ্ন-উত্তরের আন্দায থেকেও তা বোঝা যায়। সুতরাং বালিশে সিজদা নিষেধ করা এক বিষয়, আর প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়া অন্য বিষয়। উপরন্তু উঁচু স্থানে সিজদা নিষেধ হওয়ার বিশেষ কারণও আছে, যা চেয়ারে বসার মাঝে বিদ্যমান নেই। হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর ফাতওয়ার মাঝে কারণ

উল্লেখিত রয়েছে। অর্থাৎ, সিজদার সময় কোনো উঁচু স্থান বা জিনিস থাকলে এর উপর সিজদা করলে এক রকম মূর্তিপুজার সাদৃশ্য হয়ে যায়। এ জন্যই ইবনে উমর রাযি. ফাতওয়ায় শিরকের দিকে ইশারা করেছেন।

১.আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুছান্না ইবনে ইয়াহইয়া আততামীমী, আলমাওসিলী। তিনি ইমাম আবু ইয়ালা নামে প্রসিদ্ধ। ২১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাদীসশাস্ত্রে তিনি বড় ইমাম ছিলেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (২৩৩ হি.), ইমাম আলী ইবনুল মাদীনি (২৩৪ হি.), ইমাম আহমদ বিল হাম্বল (২৪১ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস কে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবু হাতেম ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.), ইমাম সুলায়মান ইবনে আহমাদ আততাবরানী (৮২১ হি.) তাঁর কে হাদীস বর্ণনা করেন। তার রচিত 'মুসনাদে আবু ইয়ালা', 'মু'জামে আবু ই'য়ালা' হাদীসশাস্ত্রে ইলমের বিশাল ভান্ডার। (সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ ১৪/১৮০)

২. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد العشرة (باب الإيماء) ٢ / ٢٠٦ رقم الحديث : ١٣٤٨ ، دار الوطن للنشر .

৪র্থ.

ইশতেহারে ইজমার দাবিও করা হয়েছে; কিন্তু দলীল বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। সুতরাং আমরাও লম্বা আলোচনা করছি না। তবে আমরা তাদের এ দাবি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। ইজমা প্রমাণিত না হওয়ার পক্ষে অনেক ফিকহী দলীল ও নযির রয়েছে। এ ছাড়া উসূলে ফিকহের 'ইজমা' অধ্যায় বুঝে পাঠ করলে যেকোনো বিজ্ঞ আলেম উক্ত ইজমার অসারতা সহজেই বুঝতে পারবেন। ফিকহী দলীল উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুফতিয়ানে কেরামের ভাষ্য বুঝতে খুবই তাড়াহুড়া হয়েছে। ভাসাভাসা দৃষ্টিকে এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, আল্লামা শামী রাহ.-এর বক্তব্য ও উল্লিখিত ফাতওয়াগুলো গভীর দৃষ্টিতে পড়লেই চেয়ারে বসে নামাযের বৈধতার দিক বের হয়ে আসে।

দারুল উলূম দেওবন্দের মুখপত্র 'মাহনামা দারুল উলূম'-এর ১৪৩৩-১৪৩৪ হি.-এর জিলহজ্জমুহার্‌রম সংখ্যায় চেয়ারে বসে নামাযের বিধান সম্পর্কে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ

প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধে একাধিক প্রমাণ দ্বারা প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

এছাড়া দারুল উলূমের ফাতওয়া বিভাগ থেকে একটি আধুনিক মাসাইলের সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে ১৪৩৩ হি. মুতাবেক ২০১২ খৃ.। এতে ফাতওয়া বিভাগের মুফতিয়ানে কেরামের সত্যায়ন রয়েছে। সংকলনটি মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা.-এর সম্পাদনার পর মজলিসে শুরার অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হয়। এ সংকলনে প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের সুস্পষ্টভাবে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(১)চেয়ারে বসে নামায আদায় করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু জমিনে বসে রুকু এবং সিজদা করতে সক্ষম হওয়ার পরও চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয নয়। তবে যদি জমিনে বসে নামায আদায় করা সর্ব অস্থায় কষ্টকর হয় তখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যাবে। ইশতেহারে দারুল উলূমের যে ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে এর শব্দগুলো ভালোভাবে পড়লেই বৈধতার দিকে বের হয়ে আসে।

(২) বিনা প্রয়োজনে (মসজিদের মধ্যে নামাযের জন্য) চেয়ার ব্যবহার করার ফলে কাতারের মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

(৩) বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ার আনার কারণে বিধর্মীদের (উপাসনালয়ের) সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়।

(৪) বিনা প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার তুলনায় জমিনে বসে নামায আদায় করার দ্বারা (আল্লাহর সামনে) সর্বাধিক নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।”

ফাতওয়ার শব্দগুলো অনেকটাই পরিষ্কার। এরপরও এ ফাতওয়াকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একদম নাজায়েয হওয়ার পক্ষে তারা কীভাবে উল্লেখ করলেন- তা আমাদের বোধগম্য নয়। কিফায়াতুল মুফতী এবং আহসানুল ফাতাওয়া থেকে যে

ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও বৈধতার ইঙ্গিত রয়েছে। কমপক্ষে বলা যায় অবৈধ হওয়ার পক্ষে পরিষ্কার কোনো কথা নেই।

মোটকথা, আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো বাস্তবতাকে শর'য়ী বিধানের সাথে সমন্বয় করে সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনেক ইলমী আয়োজন, উপকরণ ও গবেষণা প্রয়োজন। অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর শর'য়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে 'শায' বা বিচ্ছিন্ন চিন্তা অবলম্বন করে তা জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বিষয়ে আরব উলামায়ে কিরামের ফতোয়া :

(১) শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাটি বা চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করবে তার জন্য আবশ্যক হ'ল- সে রুকূর তুলনায় সিজদায় বেশী মাথা নিচু করবে। আর তার জন্য সুন্নাত হ'ল- রুকূ অবস্থায় তার দু'হাত হাঁটুতে রাখা। আর সিজদা অবস্থায় আবশ্যক হ'ল- সাধ্যমত হাত দু'টিকে মাটিতে রাখা। তাতে সক্ষম না হ'লে হাতদ্বয় হাঁটুর উপর রাখতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি- কপাল, দু'হাত, হাঁটুদ্বয় ও দু'পায়ের অগ্রভাগ।[*বুখারী হা/৮১২; মিশকাত হা/৮৮৭*।]

আর যে ব্যক্তি এতেও অপারগ হবে এবং চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।[. *মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১২/২৪৫-২৪৬; ফাতাওয়া ইসলাম ১/৫০০৯, প্রশ্ন নং ৫০৬৮৪*।

(২) সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফৎওয়া বোর্ড 'লাজনা-দায়েমা'কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তারা উত্তরে বলেন, 'দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি মাটিতে বা চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করতে পারে, যদি তা তার জন্য সুবিধাজনক হয়। যখন সে মাটিতে সিজদাহ করতে অক্ষম হবে, তখন সে শূন্যে ইশারায় রুকূ-সিজদা করবে। তবে রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা বেশী নীচু করবে।[*মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৮২; ছহীহাহ হা/৩২৩*।] কিন্তু বালিশ বা কোন বস্তুতে সিজদা দিতে পারবে না।[*ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩৬০, ৬/৩৬৭, প্রশ্ন নং ১৮৫৩৬, ১৭২৮২*।]

(৩) শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, অসুস্থ অবস্থায় চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। প্রথমতঃ দাঁড়িয়ে ছালাত করতে হবে। না পারলে ছালাতে বসার ন্যায় বসে আদায় করবে। তাতে অক্ষম হ'লে চারজানু হয়ে বসে। এতেও সক্ষম না হ'লে হাতে হেলান দিয়ে বসে ছালাত আদায় করবে। আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'সুতরাং তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)* । তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না'।[*বাক্বারাহ ০২/২৮৫; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৩/১৮৪, ৫/১৮৪*।]

(৪) শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, কিয়াম, কিরাআত, রুকূ ও সিজদা ছালাতের রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে সে এগুলো যথাযথভাবে পালন করবে। তবে যে ব্যক্তি অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হবে, সে মাটিতে বা চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করবে।[*ছালেহ মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়া ইসলাম ১/৫০০৯, প্রশ্ন নং ৫০৬৮৪*।]

(৫) ফাতাওয়ায়ে আযহারে বলা হয়েছে, যদি কেউ চেয়ার ব্যতীত অন্য কোথাও বসতে না পারে, তাহ'লে চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। তবে মাথা দিয়ে ইশারা করে রুকূ-সিজদা করবে।[*ফাতাওয়া আযহার ১/৬০; ফাতাওয়া দারিল ইফতা আল-মিসরিইয়াহ ১/৬০।*]

(৬) ফাতাওয়াশ শাবাকাতুল ইসলামিইয়ায় অসুস্থ ব্যক্তির চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে উত্তরে বলা হয়, فلا حرج إن شاء الله في الصلاة على كرسي لمن عجز عن الصلاة قائماً، ولو كان ذلك في داخل المسجد، 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ে ইনশাআল্লাহ কোন অসুবিধা নেই। যদিও তা মসজিদের ভিতরে হয়'।[*আব্দুল্লাহ ফকীহ, ফাতাওয়াশ শাবকাতুল ইসলামিইয়া ৪/২৩৪৫, প্রশ্ন নং ২২২৯১।*]

এছাড়াও বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম অসুস্থ ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের পক্ষে ফৎওয়া দিয়েছেন

চেয়ারে বসে নামায পড়ার কয়েকটি ক্ষতিকর দিক :

জমিনে বসে নামায আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে নামায পড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শর'য়ী ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. নামাযের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য আর চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় না। বসে আদায় করার সময় এর থেকে তুলনামূলক বেশি পাওয়া যায়।

২. মসজিদে চেয়ারের আধিক্যের কারণে তা নাসারাদের গির্জা ও ইয়াহুদীদের উপাসনালয়ের সদৃশ মনে হয়। কেননা সেখানে তারা গির্জায় চেয়ার ও বেঞ্চে বসে উপাসনা করে। আর দ্বীনি বিষয়ে ইয়াহুদী-নাসারা ও বিজাতিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে বারণ করা হয়েছে।

৩. চেয়ার ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ কাতার সোজা করা ও মিলে মিলে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হাদীস শরীফে জোর তাকিদ এসেছে।

৪. যে ব্যক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে মা'যূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য মাটিতে অথবা চেয়ারে বসে ফরয বা ওয়াজিব নামায আদায় করা কোনোক্রমেই জায়েয নেই। এধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না। ॥

بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْآنِ حَلَاوَةً وَ بِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ جَزَاء *

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْأَلْفِ الْفَةً وَ بِالْبَاءِ بَرْكَةً وَ بِالتَّاءِ تَوْبَةً وَ بِالثَّاءِ ثَوَابًا وَّ بِالْجِيم جَمالاً وَبِالْحَاءِ حِكْمَةً وَ بِالْخَاءِ خَيْراً وَّ بِالدَّالِ دَلِيلًا وبِالذَّالِ ذَكَاءً وَبِالرَّاءِ رَحْمَةً وَبِالزَّاءِ زَكوةً وَبِالسِّينِ سَعَادَةً وبِالدِّينِ شِفَاءً وَ بِالصَّادِ صِدْقًا بِالضَّادِ ضِيَاءٌ وَبِالطَّاءِ طَرَاوَةً وبِالظَّاءِ ظَفرًا وَ بِالْعَيْنِ عِلْماً وَ بِالغَيْنِ غِنًّى وَ بِالْفَاءِ فَلَاحًا وَبِالْقَافِ قُرْبَةً وَ بِالْكَافِ كَرَامَةً وَ بِاللَّامِ لُطفاً وَبِالْمِيمِ مَوْعِظَةً وَ بِالنُّونِ نُورًا وبِالْوَاوِ وُصْلَةً و بِالْهَاءِ هِدَايَةً وَبِالْيَاءِ يَقِينًا * اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ * وَارْفَعْنَا بِالأيْتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّل مِنَّا قِرَآءَ تَنَاوَتَجَاوَزُعَنَّا مَا كَانَ فِي تِلَاوَةِ الْقُرآنِ مِنْ خَطَا أَوْ نِسُيَانٍ أَوْ تَحْرِيفِ كَلِمَةٍ عَن مَّوَاضِعِهَا أَو تَقْدِيمِ أَوْ تَأخِيرِ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ تَأْوِيلِ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلْتَهُ عَلَيْهِ أَوْ رَيْبٍ أَوْ شَكٍّ أَوْ سَهُرٍ أَوْ سُوءِ الْحَانٍ أَوْ تَعْجِيلٍ عِنْدَ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَسْلٍ أَوْ سُرْعَةٍ أَوْ زَيْعَ لِسَانٍ أَوْ وَقْفٍ بِغَيْرِ وُقُوفٍ أَوْ إِدْغَامٍ بِغَيْرِ مُدْغَمٍ أَوْ إِظْهَارٍ بِغَيْرِ بَيَانٍ أَوْ مَةٍ أَوْ تَشْدِيدٍ أَو هَمْزَةٍ أَوْ حَزْمٍ أَو إِعْرَابٍ بِغَيْرِ مَا كَتَبَهُ أَوْ قِلَّةِ رَغْبَةٍ وَ رَهْبَةٍ عِنْدَايَاتِ الرَّحْمَةِ وَآيَاتِ الْعَذَابِ فَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَكُتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ * اللَّهُمَّ نورُ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَزَيِّنُ اَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ * وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ وَادْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا وَفِي الْقَبْرِ مُونسًا وَّ عَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَّ مِنَ النَّارِ سِتْراً وحِجَابًا وَ إِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا فَا كُتُبْنَا عَلَى التَّمَامِ وَارْزُقْنَا آدَاءً بِالْقَلْبِ وَاللسَانِ وَ حُبِّ الْخَيْرِ وَ السَّعَادَةِ وَالْبَشَارَةِ مِنَ الْإِيْمَان *

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ مَّظَهَرِ لُطْفِهِ وَنُورِ عَرْشِه